নিত্য তন্ত্র।

প্রথম কল্প।

ইহাতে গুরুকরণ, দীক্ষার আবশ্যকতা, দীক্ষাকাল ও
স্থান নির্ণয়, চক্রাদি বিচার, সংক্ষেপ দীক্ষা, জপ ও
আসন নিয়ম, করমালা, বাহ্যমালা, মালাসংস্কার,
পুরশ্চরণ, প্রাতঃকৃত্য, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, ইষ্ট-
দেবতার নিত্য পূজা, বীজ মন্ত্র, ধ্যান,
স্তব ও মুদ্রা প্রকরণ ইত্যাদি যাহা
কিছু আবশ্যকীয় ও অনায়াস
সাধ্য তৎসমস্ত সরল বাঙ্গালা
ব্যাখ্যা সহিত সন্নিবেশ
করা হইয়াছে।

শ্রীবরদা চরণ দেব দ্বারা সংগৃহীত।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক
সংশোধিত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীরামপুর।
তমোহর যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

সূচী পত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

নিত্য তন্ত্র।

প্রথম কল্প।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥—কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥ কলিতে তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধানে অর্চ্চনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন না॥ সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতায় স্মৃতিসম্মত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিযুগে তন্ত্রোক্ত কার্য্য করিবে। (১) গুরূপদেশ ব্যতিরেকে তন্ত্রোক্ত কার্য্য-

(১) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। বিনা হ্যাগম-মার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥ কলা-বাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে। ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ। প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জ্জগতি মাং বিনা॥ আমনন্তি চ তে সর্ব্বে মৎপদং লোকপাবনম্। মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ॥ অতো মন্মতমুৎসৃজ্য যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ। নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ॥ মূঢ়ো মন্মতমুৎসৃজ্য হ্যন্যন্মতমুপাশ্রয়েৎ। ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু

কলাপ কোন ফলদায়ক হয় না, এ কারণ প্রথমে গুরু স্থির করিতে হইবে। নীরোগী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পবিত্রস্বভাব, শাস্ত্রে পারদর্শী, সদা ধ্যানপরায়ণ, এই রূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরু করিবে। অথ গুরুলক্ষণং—শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥ আশ্রমী

জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥ নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌতে মৃতকা ইব॥ পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ। অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররা-শয়ঃ॥ অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা। ন তত্র ফল-সিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥ কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধি-মিচ্ছতি যো নরঃ। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥ মদ্বক্ত্রাদুদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যং ধর্ম্মমীহতে। অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি॥ নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে। যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন।—আমি সত্যসত্যই কহিতেছি যে কলিতে তন্ত্রোক্ত পথ ভিন্ন জীবের উদ্ধারের আর অন্য গতি নাই।

হে শিবে! আমি পূর্ব্বেই শ্রুতিতে স্মৃতিতে, পুরাণাদিতে বলিয়াছি যে কলিতে তন্ত্রোক্তবিধি অনুসারে বুদ্ধিমান্ লোকে দেবতার পূজা করিবে।

কলিতে যে ব্যক্তি তন্ত্রের বিধি সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিবে তাহার গতি নাই, ইহা সত্য; তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমি সমস্ত বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতাদির একমাত্র জ্ঞাতব্য; আমি ভিন্ন জগতে অন্য নিয়ন্তা নাই।

ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভি-ধীয়তে॥ শমগুণবিশিষ্ট, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকারী, সৎকুলোদ্ভব, বিনয়ী, পবিত্রবেশধারী, শুদ্ধাচারী, যশস্বী, পবিত্র স্বভাব ও শুদ্ধদেহ, ধর্ম্মকার্য্যে নিপুণ, সুবুদ্ধি, আশ্রমী, ঈশ্বরারাধনায় তৎপর, তন্ত্রমন্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং মনে করিলেই যিনি উদ্ধার করিতে পারেন

বেদাদিতে নিরূপিত হইয়াছে যে, লোকে আমাকে পাইলে পবিত্র-তা লাভ করে। যে সমস্ত লোক আমার মতের বিরোধী, তাহারা পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতী।

অতএব আমার মত যে ত্যাগ করিয়া যে, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, হে দেবি! তাহার সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তা ও নারকী হয়।

আমার মত ত্যাগ করিয়া যে মূঢ় অন্য মত আশ্রয় করে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যা স্ত্রীহত্যার পাতকী হয়।

কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও ফলপ্রদ এবং জপ, যজ্ঞ ক্রিয়াদি সমস্ত কর্ম্মেতেই সুলভ।

যে বেদোক্ত মন্ত্র সকল সত্যযুগে সিদ্ধ হইত ও তৎসমস্ত ফলোৎ-পাদন করিত, এই কলিযুগে সেই সকল মন্ত্র বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া থাকে।

পুত্তলিকার যেমন চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় থাকিতে ও সে কোন কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হয় সেই প্রকার কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্র সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে।

বন্ধ্যা স্ত্রী সঙ্গমে যেমত অপত্যরূপ ফল লাভ হইবার কোন সম্ভা-বনা নাই, কেবল মাত্র শ্রম সার হয়, তদ্রূপ কলিতে অন্য মন্ত্রের সাহায্যে কোন কর্ম্ম করিলে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না; নিশ্চয়ই কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র।

এবং সংহার করিতে সমর্থ হন এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি, গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বিশ্বসার তন্ত্রে। সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা। সুবচাঃ সুন্দবঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ। জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ। পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ। আশ্রমী দেশবাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে।

সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, কার্য্যকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থজ্ঞাতা, মিষ্টভাষী, সুশ্রী, সম্পূর্ণাঙ্গ, সৎকুলোদ্ভব, নয়নানন্দকর, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞ, শান্তমানস, পিতা মাতায় ভক্তিমান, সর্ব্বকর্ম্মক্ষম, আশ্রমী এবং স্বদেশবাসী এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুরূপে বিহিত হইয়াছেন। ইতি গুরুলক্ষণং॥ (২)

কলিতে যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রের পথ আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিলাভে ইচ্ছুক হয় সে দুর্ম্মতি তৃষ্ণাতুর হইয়া জাহ্নবীতটে কুপ খনন করে।

আমার মুখ হইতে কথিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য ধর্ম্ম বাঞ্ছা করে সে নিজ গৃহে অমৃত ত্যাগ করিয়া আকন্দ বৃক্ষের আটা পান করিতে অভিলাষী হয়।

তন্ত্রোক্ত পথ যেমন ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মুক্তির উপায়, অন্য পথ তদ্রূপ নহে।

(২) কিন্তু কুলগুরু মূর্খই হউন বা অসৎ পথাবলম্বীই হউন তাঁহাকে কখন ত্যাগ করিবে না।

সাধ্বী, সদাচারা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বমন্ত্রার্থ তত্বজ্ঞা, সুশীলা, এবং পুজাদি কার্য্যে অনুরক্তা এরূপ গুণ যুক্তা স্ত্রীলোককে ও গুরু কার্য্যে বরণ করিতে পারা যায়। কিন্তু বিধবার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না তবে পুত্র তাঁহাকে বলিলে তিনি মন্ত্র দিতে পারেন।

পিতা, মাতামহ ও কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। মাতাব নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

গুরু শব্দের অর্থ—গ শব্দে গতিদাতা, র শব্দে সিদ্ধিদাতা এবং উ শব্দে সকলের কর্ত্তা অতএব ঈশ্বরকেই এক মাত্র গুরু বলা যায়, তিনি ভিন্ন জীবের গতি মুক্তির উপায় নাই এবং যিনি সেই গতি মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন তাঁহাকেও গুরু বলা যায়, এ কারণ পরমেশ্বর ও গুরুতে বিশেষ নাই। পুনশ্চ গু শব্দের অর্থ অন্ধকার ও রু—নিবারক অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন তাঁহাকে গুরু বলা যায়, অতএব গুরুকে কখন মনুষ্যবৎ জ্ঞান করিবে না তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবতা জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে পূজা করিবে। গুরু নিকটে থাকিলে অগ্রে অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। যদি কেহ তাহা করে তাহা হইলে তাহার সেই পূজা বিফল হয়। শিষ্য যে রূপ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরু কার্য্যে বরণ করিবেন, গুরুও স্বভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবেন না।

অথ শিষ্য লক্ষণং। পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সোহি দানধ্যানপরায়ণঃ॥ ইতি শিষ্য লক্ষণং॥

গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্ব্বৎসরবাসতঃ॥

গুরু বা শিষ্য করিতে হইলে এক বৎসর একত্র সহবাস করিয়া উভয়ের স্বভাবাদি পরীক্ষা করিবে।

রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নী পাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

মন্ত্রীর পাপ রাজাতে, স্ত্রীর পাপ স্বামীতে, এবং শিষ্যের পাপ গুরুতে নিশ্চয়ই স্পর্শায়। এ কারণ স্বভাবাদি জানিয়া শিষ্য করিবে।

অথ শিষ্যকর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য। যখন গুরু শিষ্যের বাটীতে আসিবেন, তখন শিষ্য অগ্রগামী হইয়া গুরুকে নিজ আলয়ে আনয়ন করিবে।

এবং গুরুদেবের প্রত্যাগমনকালীন তাঁহার পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন করিবে। গুরুর বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে কোন আসনাদিতে বসিবে না। দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ॥ গুরুর নিকট দীক্ষা, শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে।

শিষ্য ও গুরু এক গ্রামবাসী হইলে ত্রিসন্ধ্যা গুরুকে প্রণাম করিবে। গুরুভবন এক ক্রোশের মধ্যে হইলে প্রত্যহ একবার প্রণাম করিবে। দুই ক্রোশ মধ্যে হইলে অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এবং সংক্রান্তি দিনে প্রণাম করিবে। চারি ক্রোশ হইতে আটচল্লিশ ক্রোশ মধ্যে হইলে চারি মাস অন্তর যাইয়া গুরুকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ইহার অধিক দূর গুরুভবন হইলে বৎসরান্তে গুরুর চরণ বন্দনা করিবে।

অথ গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন বিধি। যথা—ন লঙ্ঘয়েদ্গুরোরাজ্ঞা মুত্তরং ন বদেত্তথা। দিবা রাত্রৌ গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ। গুরুর আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করিবে না দাসবৎ তাঁহার আদেশ সর্ব্বদা প্রতিপালন করিবে॥

অথ গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘনদোষ।—আজ্ঞাভঙ্গং গুরোর্দেবি যঃ করোতি স মূঢ়ধীঃ। প্রয়াতি নরকং ঘোরং শূকরত্বমবাপ্নুয়াৎ। বৃথা ধর্ম্মং বৃথা চর্য্যাং বৃথা দীক্ষাং বৃথা তপঃ। বৃথা সুকৃতিমাখ্যাতিং গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনান্নৃণাং॥ যে মূঢ় গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে শূকরত্ব প্রাপ্ত হয় ও নরকে গমন করে। তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ পূজাদি সকলই বৃথা হয়॥

অথ গুরুনিন্দা শ্রবণে দোষ। গুরোর্নিন্দাঞ্চ পৈশুন্যং যঃ শৃণোতি দিনান্তরে। তস্য তদ্দিনজাং পূজাং ন তু গৃহ্লাতি সুন্দরী॥ গুরুনিন্দা যে ব্যক্তি দিনান্তরেও শ্রবণ করে তাহার সেই দিনের পূজা ঈশ্বরী গ্রহণ করেন না।

অথ গুরুনিন্দাকরণে দোষ। গতশ্রীশ্চ গতায়ুশ্চ গুরুনিন্দা করো নরঃ। কল্পকোটিশতং দেবি নরকে পততি ধ্রুবং॥ যে মনুষ্য গুরু নিন্দা করে সে শ্রীবিহীন এবং ক্ষীণায়ু হইয়া নিশ্চয়ই শত কোটি বৎসর নরকে পতিত থাকে।

অথ গুরুনিন্দাশ্রবণে দোষপ্রতীকার।—যত্র শ্রীগুরুনিন্দা স্যাৎ পিধায় শ্রবণে স্বকে। সদ্যস্তস্মাৎ বিনিষ্ক্রামেদ্দূরং ন শ্রবণং যথা। গুরোর্নাম স্মরেৎ পশ্চাৎ শ্রবণে সা প্রতিক্রিয়া॥ যেখানে গুরুনিন্দা শ্রবণ করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করিবে এবং পশ্চাৎগুরুর নাম স্মরণ করিয়া সেই পাপ ক্ষালন করিবে।

অথ গুরুপাদোদকপানফলং।—গুরোঃ পাদোদকং যস্তু নিত্যং পিবতি ভক্তিতঃ। সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানাং ফলং স লভতে ধ্রুবং॥ গুরুপাদোদক যে ব্যক্তি নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক পান করেন তিনি সাড়ে তিন কোটি তীর্থের ফল নিশ্চয়ই লাভ করেন।

অথ গুরুরউচ্ছিষ্টভোজন ফল। গুরোরুচ্ছিষ্টমন্নং যো ভক্ষয়েদ্ভক্তিভাবতঃ। অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী তস্যৈশ্বর্য্যং প্রযচ্ছতি॥ যিনি ভক্তি পূর্ব্বক গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ করেন তাঁহাকে জগদীশ্বরী ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন॥

দীক্ষা। দীক্ষা বিনা জপ পূজাদি সকলই নিষ্ফল, একারণ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। দীক্ষা মনুষ্যকে দিব্য জ্ঞান দান করিয়া তাহার পাপরাশি নষ্ট করে। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠা তুল্য ও জল মূত্র তুল্য। তাহার কোন কার্য্যে অধিকার নাই, সে মরণান্তে নরকে গমন করে।—কল্পে দৃষ্টা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ। মন্বন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে।

যে নরাধম গুরুর দ্বারা দীক্ষিত না হইয়া পুস্তকাদি পাঠ করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে সে সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি পায় না।

মন্ত্র। যাহাকে মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্রের বর্ণ সকল সাক্ষাৎ দেবতা, সেই দেবতা গুরুরূপিণী। অতএব মন্ত্র, দেবতা এবং গুরু ইহাদের ভেদ জ্ঞান করিবে না। যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর ও দেবপ্রতিমূর্ত্তিকে প্রস্তর জ্ঞান করে, সেই নরাধম নরকে পতিত হয়। মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ গৃহীতমন্ত্র ত্যাগে মৃত্যু ও গুরু ত্যাগে দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় পরিত্যাগে ঘোরতর নরকে গমন হয়।

স্ত্রী ও শূদ্রের দীক্ষা বিষয়ে যে যে মন্ত্র নিষিদ্ধ। স্বাহা ও প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত মন্ত্র, অজপা মন্ত্র (হংস) লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ) এই সকল মন্ত্র প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ ইহা অর্পণ করেন তিনি, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র মরণান্তে নরকে গমন করেন। বারাহী তন্ত্রে আছে যে শূদ্র শিব, দুর্গা, গোপাল, সূর্য্য ও গণেশের মন্ত্র ব্যতিরেকে অন্য দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করে সে পাপভাগী হয়।

মন্ত্র শোধন। কুলাকুল, রাশি, নক্ষত্র, অকথহ, অকডম এবং ঋণী—ধনী এই সকল চক্র দ্বারা মন্ত্র বিচার করিয়া অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কদাচ বৈরমন্ত্র গ্রহণ করিবেনা, কিরূপ বিচার করিতে হইবে ইহা সহজে বোধগম্য হইবার জন্য কয়েকটী চক্র অঙ্কিত করা গেল। উহা দৃষ্টি করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবে।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন যে—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণে অরি মিত্রাদি বিচার করিতে হয় না।

কুলাকুল চক্র।

বায়ু	অগ্নি	পৃথিবী	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

এই চক্র পাঁচ ঘরে বিভক্ত যথা বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ। বায়ু ঘরে যে সমস্ত বর্ণ আছে তাহাদিগকে বায়ু বর্ণ বলে। এইরূপ অগ্নিঘরস্থিত বর্ণ সকলকে অগ্নি বর্ণ, পৃথিবীঘরস্থিত বর্ণকে পার্থিব বর্ণ, জলঘরস্থিত বর্ণকে জলবর্ণ, এবং আকাশস্থিত বর্ণকে আকাশবর্ণ কহে। বায়ু বর্ণের সহিত অগ্নি বর্ণের এবং পার্থিব বর্ণের সহিত জলবর্ণের মিত্রতা আছে। আকাশ বর্ণ, সকল বর্ণের মিত্র। বায়ু ও অগ্নি এই দুই বর্ণের সহিত পার্থিব ও জল বর্ণের শত্রুতা জানিবে। এক্ষণে মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করা হইবে, সেই মন্ত্রের আদ্যক্ষর যদি এক ঘরে থাকে, কিম্বা মিত্রঘরস্থিত বর্ণ হয়, তাহা হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। শত্রুঘরস্থিত হইলে, গ্রহণ করিবে না। একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি—কোন ব্যক্তির নাম চন্দ্রকান্ত, সে রাম মন্ত্র গ্রহণ করিবে। চন্দ্রের আদ্যক্ষর চ ও রামের আদ্যক্ষর র, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, চ ও র যে যে ঘরে আছে, সেই সেই ঘরস্থিত বর্ণের পরস্পর মিত্রতা আছে কি না, চক্র দৃষ্টে জানা গেল, যে চ বায়ুঘরস্থিত ও র অগ্নিঘরস্থিত, বায়ুবর্ণের সহিত অগ্নিবর্ণের মিত্রতা থাকায়, চন্দ্র রাম মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু চন্দ্র দুর্গা মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ মন্ত্রের আদ্যক্ষর পার্থিব বর্ণ, উক্ত পার্থিব বর্ণ বায়ু বর্ণের

শত্রু। এই প্রকার সকলে নামের আদ্যক্ষর ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর লইয়া, বিচার পূর্ব্বক, মন্ত্র গ্রহণ করিবেন ॥

রাশি চক্র।

১ মেষ অআইঈ	২ বৃষ উ ঊ ঋ	৩ মিথুন ৠ ঌ ৡ	৪ কর্কট এ ঐ	৫ সিংহ ও ঔ	৬ কন্যা অং অঃ শষসহলক্ষ
৭ তুলা কখগঘঙ	৮ বৃশ্চিক চছজঝঞ	৯ ধনু টঠ ডঢণ	১০ মকর তথদধন	১১ কুম্ভ পফবভম	১২ মীন য র ল ব

মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম রাশি হইতে যে রাশির ঘরে, মন্ত্রের আদি বর্ণ আছে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। যদি জন্ম রাশি হইতে মন্ত্র রাশি ষষ্ঠ, অষ্টমও দ্বাদশ হয়, তবে সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—এক ব্যক্তির সিংহ রাশি, তাহার মন্ত্রের আদ্যক্ষর ধনুরাশিতে আছে, এক্ষণে দেখা গেল, যে সিংহ রাশি হইতে ধনু রাশি পর্য্যন্ত, গণনা করিলে পঞ্চম হয়, অতএব সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু মকর রাশিতে যদি মন্ত্রের আদ্যক্ষর থাকিত, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিত না; কারণ মকর রাশি, সিংহ রাশি হইতে গণনা করিলে, ষষ্ঠ হয়। যাহার জন্ম রাশি না জানা আছে তাহার নামের আদ্যক্ষর যে রাশিতে আছে, সেই রাশি হইতে মন্ত্র রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এইরূপ রাশি চক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

দ্বাদশ রাশির দ্বাদশ সংজ্ঞা যথা—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়। এই নামানুরূপ শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে। চতুর্থ মন্ত্র বিষ্ণুবিষয়ে বর্জ্জনীয়। বিষ্ণুবিষয়ে বন্ধু স্থানে শত্রু ও শত্রু স্থানে বন্ধু জানিবে।

নক্ষত্র চক্র।

অশ্বিনী অআ দেবগণ	ভরণী ই মানুষগণ	কৃত্তিকা ঈউঊ রাক্ষস গণ	রোহিণী ঋৠঌৡ মানুষ	মৃগশিরা এ দেব	আর্দ্রা ঐ মানুষ	পুনর্ব্বসু ও ঔ দেব	পুষ্যা ক দেব	অশ্লেষা খ গ রাক্ষস
মঘা ঘ ঙ রাক্ষস	পূর্ব্বফল্গুণী চ মানুষ	উত্তরফল্গুণী ছ জ মানুষ	হস্তা ঝ ঞ দেব	চিত্রা ট ঠ রাক্ষস	স্বাতী ড দেব	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষস	অনুরাধা ত থ দ দেব	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষস
মূলা ন প ফ রাক্ষস	পূর্ব্বাষাঢ়া ব মানুষ	উত্তরাষাঢ়া ভ মানুষ	শ্রবণা ম দেব	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষস	শতভিষা ল রাক্ষস	পূর্ব্বভাদ্র ব শ মানুষ	উত্তরভাদ্র ষ স হ মানুষ	রেবতী লক্ষঅংঅঃ দেব

মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র হইতে যে নক্ষত্র ঘরে মন্ত্রের আদি বর্ণ আছে, সেই ঘর পর্য্যন্ত জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র, ও পরমমিত্র এইরূপ করিয়া, পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। এই প্রকার গণনা করিয়া, যদি মন্ত্রনক্ষত্র জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র ত্যাগ করিবে। দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম হইলে গ্রহণ করিবে। মন্ত্র ও মন্ত্রগ্রহীতার এক গণ হইলে, সে মন্ত্র গ্রহণে শুভ হয় এবং যাহার মানুষগণ, সে দেবগণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু রাক্ষসগণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না। মানুষ-গণ ও রাক্ষসগণে মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা, অতএব এপ্রকার মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি—কোন ব্যক্তির জন্ম নক্ষত্র শত-ভিষা, তাহার মন্ত্রের আদি বর্ণ অশ্লেষা নক্ষত্র ঘরে আছে দেখা গেল, উভয় নক্ষত্রের গণ রাক্ষস, অতএব একগণ হইল, তখন সে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। এবং জন্ম নক্ষত্র শতভিষা হইতে মন্ত্র নক্ষত্র অশ্লেষা পর্য্যন্ত, জন্ম, সম্পদ ইত্যাদি করিয়া গণনা করিলে, অশ্লেষা চতুর্থ হয়, অতএব সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি তাহার মন্ত্রের আদ্যক্ষর উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ঘরে থাকিত, তাহা হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিত না, কারণ উত্তরফল্গুনীর গণ মানুষ, মানুষ ও রাক্ষসে মৃত্যু। এবং শতভিষা হইতে, ঐরূপ গণনা করিলেও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র সপ্তম হয়। যাহার জন্ম নক্ষত্র না জানা আছে, সে ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর যে নক্ষত্র ঘরে আছে, সেই ঘর হইতে মন্ত্র-নক্ষত্র-ঘর পর্য্যন্ত গণনা করিবে।

অকথহ চক্র।

অ ক থ হ	ঊ ঙ প	আ খ দ	উ চ ফ
ও ড ব	৯ ঝ ম	ঔ ঢ শ	ঌ ঞ য
ঈ ঘ ন	ঋ জ ভ	ই গ ধ	ৠ ছ র
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর হইতে, আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি মন্ত্রের আদ্যক্ষর, ঐরূপ গণনাতে সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, আর যদি অরি হয়, তাহা কখন গ্রহণ করিবে না এবং নামের আদি অক্ষর যে ঘরে থাকিবে, সেই ঘর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর, যে ঘরে আছে, সেই ঘর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে প্রত্যেক ঘর গণনা করিলে, যদি সাধ্য মন্ত্র, সাধ্য ঘরে হয়, সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। দৃষ্টান্ত—কোন ব্যক্তির নামের আদি অক্ষর ল এবং মন্ত্রের আদি অক্ষর দ, এক্ষণে ল হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর দ পর্য্যন্ত গণনা করিলে, মন্ত্রের আদি অক্ষর দ সিদ্ধ হইল, এবং নামের আদি অক্ষর যে ঘরে আছে সেই ঘর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষরের ঘর পর্য্যন্ত, গণনা করিলে উক্ত ঘর সাধ্য হইল, অতএব সাধ্য ঘরে, সিদ্ধ মন্ত্র লইতে পারে। এইরূপে সিদ্ধাদি গণনা করিয়া শুদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিবে, অরি মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমূলে বংশ নাশ হয়।

অকডম চক্র।

১ অ ক ড ম	২ আ খ ঢ য	৩ ই গ ণ র	৪ ঈ ঘ ত ল	৫ উ ঙ থ ব	৬ ঊ চ দ শ
৭ এ ছ ধ ষ	৮ ঐ জ ন স	৯ ও ঝ প হ	১০ ঔ ঞ ফ ল	১১ অং ট ব ক্ষ	১২ অঃ ঠ ভ

∴ নামের আদি অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। এই প্রকার গণনাতে যদি মন্ত্রের আদি অক্ষর সিদ্ধ, সাধ্য বা সুসিদ্ধ হয় তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। অরি মন্ত্র কখন গ্রহণ করিবে না।

ঋণী-ধনী চক্র।

সাধ্যাঙ্ক—অর্থাৎ যখন মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে তখন এই সকল অঙ্ক লইবে।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

সাধকাঙ্ক—অর্থাৎ যখন মন্ত্রগ্রহীতার নামের অক্ষর লইয়া গণনা করিবে তখন এই সকল অঙ্ক লইবে।

মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখ এবং ঐ সকল বর্ণের উপরে যে যে অঙ্ক আছে ঐ অঙ্ক যোগ কর, পরে উক্ত যোগাঙ্ককে

৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে এক স্থানে রাখ। ঐরূপ মন্ত্রগ্রহীতার নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখ এবং ঐ সকল বর্ণের নিম্নে যে যে অঙ্ক আছে ঐ অঙ্ক যোগ কর পরে উক্ত যোগাঙ্ককে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে এক স্থানে রাখ। এক্ষণে দেখিবে যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামাঙ্ক মন্ত্রাঙ্ক হইতে ন্যূন হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে কিম্বা দুই অঙ্ক যদি সমান হয় তাহা হইলেও গ্রহণ করিবে। কিন্তু মন্ত্রাঙ্ক অপেক্ষা বেশী হইলে গ্রহণ করিবে না। যে অঙ্ক বেশী হয় তাহাকে ঋণী ও ন্যূন অঙ্ককে ধনী কহে, অতএব ঋণী মন্ত্রই গ্রহণ করিবে, ধনী মন্ত্র কখন গ্রহণ করিবে না। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—রাম চরণ নামীয় ব্যক্তি (নামের শ্রী ও দেব শর্ম্মা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া গণনা করিবে) হরি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? প্রথমে নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সমস্ত ভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রাখ যথা—র আ ম অ চ অ র অ ণ অ পরে এই সকল বর্ণে যে যে অঙ্ক চক্রের নিম্নে আছে তাহা লইয়া রাখ যথা—র=০ আ=২ ম=৫ অ=২ চ=২ অ=২ র=০ অ=২ ণ=০ অ=২ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া ১৭ হইল। এই ১৭ কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। ঐরূপ মন্ত্র বর্ণ ও সাধ্যাঙ্ক রাখ—হ=৩ অ=৬ র=৩ ই=৬ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া ১৮ হইল এই ১৮ কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে। এ স্থলে মন্ত্রগ্রহীতার নামাঙ্ক অপেক্ষা মন্ত্রাঙ্ক বেশী হওয়াতে মন্ত্র ঋণী হইল অতএব রাম হরি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে ঋণী-ধনী-চক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

বিষ্ণু, কালী ও তারা মন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্র-চক্র, শিব মন্ত্রে রাশি-চক্র, গোপাল ও রাম মন্ত্রে অকডম-চক্র, চণ্ডিকা বিষয়ে রাশি-চক্র ও কোষ্ঠ-চক্রে মন্ত্র শুদ্ধি করিতে হইবে। অন্য চক্র বিচারের প্রয়ো-

জন নাই, তবে সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণে কুলাকুল চক্র ও ঋণী-ধনী চক্র বিচারের আবশ্যকতা আছে।

স্ত্রী-গুরু দত্ত মন্ত্র ও স্বপ্নে যে মন্ত্র পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিতে কোন চক্রাদির বিচার করিতে হয় না।

বাঙ্গলা দেশে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কৃষ্ণ, গোপাল, শিব ও রাম এই সকল মন্ত্র সচরাচর গৃহীত হয়। তন্মধ্যে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও গোপাল মন্ত্রে অধিকাংশ লোক দীক্ষিত। যদি ভ্রম বশতঃ কেহ অরি মন্ত্র গ্রহণ করে তবে সেই মন্ত্র এই প্রকারে ত্যাগ করিবে—বট পত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহা স্রোত জলে নিক্ষেপ করিবে।

মন্ত্রের দশ সংস্কার।

মন্ত্রের দশ সংস্কার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। দশবিধ সংস্কার যথা—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি।

জনন—মাতৃকা যন্ত্র হইতে দেয় মন্ত্র বর্ণ সকলকে উদ্ধার করা।

জীবন—মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের আদি ও অন্তে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া দশবার জপ করা।

তাড়ন—মন্ত্র অক্ষর সমস্ত পৃথক পৃথক লিখিয়া বং মন্ত্রে চন্দন যুক্ত জল দ্বারা প্রত্যেক বর্ণকে দশবার তাড়ন করা।

বোধন—মন্ত্রে যে কয়েকটি বর্ণ থাকিবে তত সংখ্যা রক্ত করবীর পুষ্প দ্বারা রং বলিয়া মন্ত্রাক্ষর সমস্ত প্রহার করা।

অভিষেক—মন্ত্রে যত গুলি বর্ণ থাকিবে তত গুলি রক্ত করবীর দ্বারা রং মন্ত্রে প্রত্যেক মন্ত্রাক্ষরকে অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্বত্থ পল্লব দ্বারা মন্ত্রাক্ষর সংখ্যায় অভিষিঞ্চন করা।

বিমলীকরণ—সুষুম্না নাড়ীর মূল ও মধ্যভাগে দেয় মন্ত্র চিন্তা করিয়া ওঁ হ্রৌঁ মন্ত্রে মলত্রয় দগ্ধ করা।

আপ্যায়ন—মন্ত্রপূত কুশোদক দ্বারা ওঁ হ্রৌঁ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিধিবৎ মন্ত্রের প্রোক্ষণকে আপ্যায়ন কহে।

তর্পণ—মন্ত্রে যত গুলি বর্ণ থাকিবে তত সংখ্যা জল দ্বারা তর্পণ করা।

দীপন—দেয় মন্ত্রের আদি ও অন্তে ওঁ হ্রীং শ্রীঁ মন্ত্র যোগ করিয়া ১০৮ বার জপ করা।

গুপ্তী—ইষ্ট দেবতার মন্ত্র গোপন করা।

দীক্ষা প্রকরণ।

দীক্ষা কাল—চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও পৌষ মাসে* মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। কিন্তু চৈত্র মাসে গোপালমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

বার নিয়ম—শনি ও মঙ্গল বারে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

তিথি নিয়ম—দ্বিতীয়া, পঞ্চমী ও পূর্ণিমা আর কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী ও দশমীতে সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করা যায় এবং ত্রয়োদশী ও কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠীতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নক্ষত্র নিয়ম—ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা ও ধনিষ্টা এই সাত নক্ষত্রে মন্ত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আর্দ্রা ও কৃত্তিকাতে শিবমন্ত্র এবং জ্যেষ্ঠা ও ভরণীতে রামমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

যোগ নির্ণয়—প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম ও ইন্দ্র এই ১৬টী যোগ দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত।

---

* সৌর মাস জানিবে।

করণ নির্ণয়—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ এই পাঁচ করণ দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত।

লগ্ন নির্ণয়—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্ন প্রশস্ত। বৃশ্চিক এবং কুম্ভ লগ্নে বিষ্ণুমন্ত্র; মেষ, কর্কট, তুলা ও মকরে শিব-মন্ত্র এবং মিথুন লগ্নে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। এবং চন্দ্র তারা শুদ্ধ থাকিলে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

দেবপর্ব্বে মন্ত্র গ্রহণে মাস তিথি ইত্যাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না। দেবপর্ব্ব যথা—বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী, ভাদ্রের ষষ্ঠী, আশ্বিনের শুক্লপক্ষের অষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়া, পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লা নবমী এবং চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ কালে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তি দিবসে, দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত, অশোকাষ্টমী, রামনবমী দিনে, তীর্থ স্থানে ও পীঠস্থানে এবং গুরুর আজ্ঞানুসারে মন্ত্র গ্রহণ করিলে মাসাদি কিছুই বিচার করিতে হয় না।

দীক্ষা স্থান নির্ণয়—গোশালা, গুরুর গৃহ, দেবতার স্থান, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর এই সকল স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিলে কোটী গুণ ফল লাভ হয়।

দীক্ষা প্রণালী—দীক্ষা চারি প্রকার যথা—কলাবতী, পঞ্চায়তনী, সংক্ষেপ ও উপদেশ। তন্মধ্যে সংক্ষেপ দীক্ষা কি প্রকার তাহা দেখা-ইতেছি—দীক্ষার পূর্ব্বদিনে শিষ্য উপবাসী* থাকিয়া পরদিন

---

* অশক্তে হবিস্যান্ন ভোজন।

স্নানানন্তর সঙ্কল্প করিয়া গুরুদেবকে বরণ করিবে। সংকল্প যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক—ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্তি কামঃ অমুক দেবতায়া অমুকাক্ষর মন্ত্র দীক্ষামহং করিষ্যে। প্রথমে শিষ্য যোড় হস্তে গুরুকে ওঁ সাধুভবানাস্তাং বলিবে। তাহার পর গুরু ওঁ সাধ্বহমাসে বলিবেন। পরে শিষ্য ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং বলিবে; গুরু ওঁ অর্চ্চয় বলিবেন। পরে শিষ্য গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ জানু ধরিয়া বরণ করিবে। যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক—অমুক দেবতায়া মৎকর্ত্তৃকামুকাক্ষর মন্ত্র দীক্ষা কর্ম্মণি অমুক গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণ মেভিঃ পাদ্যাদিভি রভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। গুরু ওঁ বৃতোঽস্মি বলিবেন, শিষ্য ওঁ যথা বিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু বলিবে। তৎপরে গুরু ওঁ যথাজ্ঞান্ করবাণি এই কথা বলিবেন। তাহার পর গুরু সর্ব্বতোমণ্ডলোপরি জল পূর্ণ একটী বস্ত্র সংযুক্ত নূতন কলস স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন, পরে সর্ব্বৌষধি,(১) নবরত্ন,(২) ও পঞ্চপল্লব,(৩) কলসে দিয়া যথা শক্তি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া ১০৮ হোম করিবেন। তৎপরে শিষ্যকে আনাইয়া প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জল ও কলসের জলে ১০৮ মূল মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল

(১) কুড়, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, বচ, শৈলেয়, চম্পক, মুরা, কর্পূর, মুস্তা।

(২) মুক্তা, মাণিক্য, নীলকান্তমণি, গোমেদ, হীরক, প্রবাল, পদ্মরাগ, মরকত ও ইন্দ্রনীল।

(৩) উড়ুম্বর আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল।

দ্বারা অভিষেক§ করিবে। পরে শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গুরু শিষ্য কর্ণে* অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে শিষ্য গুরু চরণে পতিত হইয়া ওঁ তৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়া মৃত্যু মহাপাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ। বলিবে। গুরু, ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তি শ্রী কান্তি পুত্রায়ুর্ব্বলা-রোগ্যং সদাস্তুতে। এই মন্ত্র বলিয়া শিষ্যকে উত্থাপিত করিবেন। এবং শিষ্য গুরুর সম্মুখে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে ও গুরু স্বীয় শক্তি রক্ষার্থ শতবার মন্ত্র জপ করিবেন।

অন্য প্রকার উপদেশ যথা—গ্রহণকালে, তীর্থ স্থানে, শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিবেন, এই উপদেশে পূজাদির আবশ্যক নাই; বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিয়াছেন যে কলিযুগে কেবল উপদেশেই সর্ব্বসিদ্ধ হয়।

করমালা নিয়ম ও জপ। করেতে যে সমস্ত অঙ্গুলী আছে তাহার নাম যথা—বৃদ্ধাঙ্গুলীকে অঙ্গুষ্ঠ কহে, অঙ্গুষ্ঠের পর যে অঙ্গুলী তাহাকে তর্জ্জনী কহে, তর্জ্জনীর পরে মধ্যমা, এবং মধ্যমার পর অনামিকা, তাহার পর কনিষ্ঠা। অঙ্গুষ্ঠ বাদে অপর চারি অঙ্গুলীতে তিন তিন পর্ব্ব করিয়া ১২ পর্ব্ব আছে। শক্তি দেবতা বিষয়ে—অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্ব্বে আসিবে পরে কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব হইতে শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত, পুনরায় অনামিকার শেষ পর্ব্ব, তৎপরে মধ্যমার শেষ পর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব

---

* অন্যপ্রকার। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দক্ষিণ কর্ণে তিন বার ও বাম কর্ণে একবার স্ত্রী ও শূদ্রের বাম কর্ণে তিন বার ও দক্ষিণ কর্ণে একবার মন্ত্র বলিবে।

§ স্নান প্রকরণ দেখ।

পর্য্যন্ত এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব এই দশ পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জপ করিবে। যখন ১০৮ জপের প্রয়োজন হইবে তখন অনামিকার মূল পর্ব্ব হইতে ঐরূপ মধ্যমার মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আট পর্ব্বে জপ করিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে—অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব পুনরায় অনামিকার শেষ পর্ব্ব ও মধ্যমার শেষ পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর শেষ পর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে। জপ কালে অবশ্য সংখ্যা রাখিবে, সংখ্যা না রাখিয়া জপ কদাচ করিবে না। বাম হস্তের অঙ্গুলীতে প্রতি দশবার জপে একবার সংখ্যা রাখিবে। হস্তের অঙ্গুলী সকল পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বক্রভাবে হৃদয়ে রাখিবে এবং হস্তদ্বয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া জপ করিবে। পর্ব্ব সন্ধি স্থানে জপ করিবে না ও হস্তপর্ব্ব যব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন, এবং মৃত্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না। অধিক বিলম্ব ও অতি দ্রুত না হয় এইরূপে জপ করিবে। অপবিত্র হস্তে, শয্যাতে, নিরাসনে, পাষাণে বসিয়া কিম্বা গমন কালে, শয়ন কালে, উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্রুদ্ধ কিম্বা ক্ষুধান্বিত হইয়া জপ করিবে না। শুচি হইয়া মনঃ সংযমন পূর্ব্বক মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া জপ করিলে জপের ফল লাভ হয়। জপ তিন প্রকার—বাচিক, জিহ্বা ও মানসিক। বাক্য দ্বারা উচ্চারিত জপকে বাচিক জপ বলে। কেবল মাত্র জিহ্বা দ্বারা যে জপ, করা যায় তাহাকে জিহ্বা জপ বলে। বাচিক জপ অপেক্ষা এই জপে শত গুণ ফল হয় এবং মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে মানসিক জপ বলে ইহাতে সহস্র গুণ ফল হয়। মানসিক জপ শুচি কিম্বা অশুচি হউক সর্ব্ব সময় ও সকল স্থানে করিতে পারা যায়। শক্তি বিষয়ে দেবীর বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। যে মনে মনে স্তব পাঠ ও বাক্য দ্বারা মন্ত্র জপ করে তাহার সেই স্তব ও মন্ত্র নিষ্ফল হয়। জপ কালে অন্য কথা একবার বলিলে ওঁ

মন্ত্র বলিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। অনেক কথা বলিলে পুনরায় আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া জপ করিবে। মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণের পরে মৃতাশৌচ হয় এই দুই অশৌচ যুক্ত মন্ত্র কোন ফল দান করে না। এ কারণ উক্ত অশৌচ দূর করিবার জন্য মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া সাতবার জপ করিয়া প্রকৃত মূলমন্ত্র জপ করিবে। প্রণব দ্বারা মূল মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিলে বৈরমন্ত্রও সিদ্ধ হয়।

বাহ্য মালা। এই কয়েক প্রকার দ্রব্য দ্বারা জপ মালা প্রস্তুত করিবে। যথা—রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, শঙ্খ, মুক্তা, স্ফটিক, মণি, রত্ন, সুবর্ণ, প্রবাল, রৌপ্য, কুশমূল ও তুলশী। সকল মালার শ্রেষ্ঠ রুদ্রাক্ষ। ইহাতে জপ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। ১০৮ মণি দ্বারা মালা প্রস্তুত করাই প্রশস্ত। যে সমস্ত মণি দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিবে ঐ সমস্ত মণি যেন সমান হয় এবং অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র না হয় এবং কীটাদি দ্বারা ভক্ষিত কিম্বা জীর্ণ না হয়। এক জাতীয় মালার মধ্যে অন্য জাতীয় মালা যোগ করিয়া জপ করিবে না। দৃঢ় রজ্জু দ্বারা মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মালা গাঁথিয়া উহার দুই মুখ একত্রিত করিয়া ওঁ মন্ত্রে মেরু বন্ধন করিবে। যে প্রকার মণির দ্বারা মালা করিবে সেই জাতীয় একটী বৃহৎ মণির দ্বারা মেরু করিবে। মালা সকল মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ যোগ করিয়া মালা গাঁথিবে (রুদ্রাক্ষের উপরিভাগ মুখ ও নিম্ন ভাগ পুচ্ছ অন্য অন্য মণির স্থূল ভাগ মুখ ও তদ্বিপরীত পুচ্ছ) এই প্রকার মালা গাঁথিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে কারণ অপ্রতিষ্ঠিত মালাতে জপ করিলে সে জপ ফলদায়ক হয় না।

বর্ণ মালা—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ ল ক্ষ এই এক পঞ্চাশত বর্ণের অকার হইতে হ পর্য্যন্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ

মালা ও ক্ষ তাহার মেরু। এই মালা অন্তর্যজন কার্য্যে ও বাহ্যপূজা- দিতে জপ করিলে বিশেষ ফল হয়। কিরূপ জপ করিবে তাহা বলিতেছি—এক একটী বর্ণের পর এক এক বার মন্ত্র জপ করিবে যথা—অং এই বর্ণ জপ করিয়া পুনর্ব্বার মূল মন্ত্র এক বার জপ করিবে এইরূপ হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরে অনুস্বার যোগ করিয়া জপ করিবে। পুনর্ব্বার হ হইতে আরম্ভ করিয়া অ পর্য্যন্ত এক এক বর্ণের পর এক এক বার মন্ত্র জপ করিবে এইরূপ অনুলোম বিলোমে জপ করিবে। প্রবালের ন্যায় ভাষমানা যে সর্পাকার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন তিনিই এই বর্ণ মালার সূত্র। তাঁহার আরোহণ ও অবরোহণে শত সংখ্যা হয়। বর্ণ মালা মধ্যে যে দুইটি লকার আছে তাহার কারণ এই—পূর্ব্বকালে যখন মহাদেব পৃথিবী উদ্ধার করেন তখন পৃথিবীর সহিত পৃথ্বী বীজ লকার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

অথ মালা সংস্কার। নয়টী অশ্বথ পত্র পদ্মাকারে বিছাইয়া উহার উপর মাতৃকামন্ত্র* ও মূলমন্ত্র বলিয়া মালা রাখিবে। তাহার পর ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবেনাদিভবে ভজস্বমাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ। বলিয়া পঞ্চগব্যে† মালা ধৌত করিবে। পরে ওঁ নমোজ্যেষ্ঠায়, নমোরুদ্রায়, নমঃ কলায়, নমঃ কালবিকরণায়, নমোবলপ্রমথনায়, নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমোমনোন্মনায়। এই সকল মন্ত্রে চন্দন অগুরু ও কর্পূর মালাতে লেপন করিবে এবং ওঁ অঘোরেভ্যোথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোর তরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব- সর্ব্বেভ্যো নমস্তেস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। এই সকল মন্ত্রে ধুপ দান করিবে। পুনরায় ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচো- দয়াৎ। মন্ত্রে চন্দন দ্বারা মালা লেপন করিবে। পরে এই সকল মন্ত্র

* পূজা প্রকরণ দেখ।

† গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত

প্রতি মালাতে একবার করিয়া জপ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানা মীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ শিবোমেঽস্তু সদাশিবোম্। তৎপরে মালাতে আবাহন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা(১) পূর্ব্বক দেবতার পূজা(২) করিবে এবং রক্ত পুষ্প দ্বারা এই মন্ত্রে মালার পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—মালে মালে মাহামালে সর্ব্বতত্ত্ব স্বরূপিনী। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্ত স্তস্মান্মে সিদ্ধিদাভব। উক্ত প্রণালী শক্তি বিষয়ে জানিবে। বিষ্ণু বিষয়ে ঐঁ শ্রীঁ অক্ষমালায়ৈ নমঃ বলিয়া মালার পূজা করিবে। এই প্রকার মালার পূজা করিয়া তদুপরি ১০৮ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর মালা গ্রহণ করিবে। যে দেবতার নামে মালা প্রতিষ্ঠা করিবে সেই দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার মন্ত্র সেই মালাতে জপ করিবে না। মালাতে জপ অতিশয় সাবধানে করিবে, জপ কালে অঙ্গ কিম্বা মালা কম্পন করিবে না এবং মালাতে শব্দ না হয়। জপের সময় হস্ত হইতে মালা পতিত হইলে মালা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ১০৮ বার জপ করিবে। জপ শেষ হইলে এই মন্ত্রে মালার পূজা করিয়া নিজ কর্ণে কিম্বা কোন উচ্চ স্থানে মালা গোপন করিয়া রাখিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ত্বং মালে সর্ব্ব দেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদামতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোস্তুতে। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা মালা জপ করিবে। মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনরায় মালা গাঁথিয়া ১০০ বার জপ করিবে। মালা নিষিদ্ধ বস্তুতে সংস্পর্শ হইলে পঞ্চগব্য দ্বারা মালা ধৌত করিয়া জপ করিবে।

রুদ্রাক্ষ-ধারণ মন্ত্র। এক মুখ হইতে চতুর্দ্দশ মুখ পর্য্যন্ত ১৪ প্রকার রুদ্রাক্ষ আছে। ধারণের ১৪ প্রকার মন্ত্র যথা—ওঁ ঐঁ।১

(১) (২) পূজা প্রকরণ দেখ

ওঁ শ্রীঁ। ২ ওঁ ধ্রুং ধ্রুং। ৩ ওঁ হ্রীং হুঃ। ৪ ওঁ হ্রীং। ৫ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ। ৬ ওঁ হ্রীং। ৭ ওঁ ক্রুং রং। ৮ ওঁ হ্রাং। ৯ ওঁ হ্রীং। ১০ ওঁ শ্রীঁ। ১১ ওঁ হ্রাং হ্রীং।১২ ওঁ ক্ষৌং নমঃ।১৩ ওঁ তমাং।১৪

২৭টী রুদ্রাক্ষ দ্বারা মালা করিয়া সেই মালা ধারণ করিবে। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে শিবলোকে গমন হয়। রুদ্রাক্ষ পঞ্চগব্যে ও পঞ্চামৃতে * স্নান করাইয়া শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ও ত্র্যম্বক মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া ধারণ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ওঁ হৌঁ অঘোরে হোং ঘোরে হুঁ ঘোরতরে ওঁ হ্রেং হ্রীং শ্রীঁ ঐং সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমোহস্তু রুদ্ররূপিণে হ্রূঁ হ্রূঁ।

পুরশ্চরণ।

মন্ত্র সিদ্ধির জন্য গুরুর আজ্ঞা লইয়া পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। যেমন জীব হীন দেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না সেই মত পুরশ্চরণ বিনা মন্ত্র কোন ফল দান করিতে পারে না। পুরশ্চরণ অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে যে কয়টী সহজ ও অনায়াস সাধ্য তাহাই এস্থলে দেখাইতেছি।

গ্রহণ সময় উপবাসী থাকিয়া পবিত্র জলে স্নান পূর্ব্বক গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।

শরৎকালের চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে দেবীর পূজা করিয়া এক সহস্র মন্ত্র জপ করা। অন্ধকারালয়ে একাকী বসিয়া জপ করিবে। অষ্টমী ও নবমীতে উপবাসী থাকিতে হইবে।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী হইতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক সহস্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত

* দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, শর্করা

জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। এই সকল পুরশ্চরণে হোমাদি করিতে হয় না। যিনি অশক্ত হইবেন গুরু দ্বারা কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ* করিবেন।

পুরশ্চরণ স্থান নির্ণয়। নিজগৃহ, বিল্ববৃক্ষ, আমলকী ও অশ্বথের মূল, নদীতীর, তুলসীকানন, গোশালা, বৃষশূন্য শিবালয় এবং গুরু-সন্নিধান।

ভোজ্য নিয়ম। হবিষ্যান্ন যথা—গব্য-দুগ্ধ, ঘৃত, ইক্ষুচিনি, তিল, শ্বেত মুগ, নারিকেল, কদলী, আম্র, কাঁঠাল, তেঁতুল সৈন্ধব, হরীতকী। মধু, লবণ, তৈল এবং তাম্বুল প্রভৃতি ভোজন করিবে না। মৈথুন ও তদালাপ, তৈলমর্দ্দন, ক্ষৌরকর্ম্ম ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে। পুরশ্চরণ কালে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া কুশ শয্যাতে শয়ন করিবে।

আসন নিয়ম।

আসন অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে কম্বলাসন ও কুশাসন জপ পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত। মৃত্তিকাসনে জপ পূজাদি করিলে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য, বংশাসনে দারিদ্র, পাষাণে ব্যাধি পীড়া, তৃণাসনে যশোহানি, বস্ত্রাসনে জপ পূজাদির হানি হয়। কিন্তু অন্যান্য আসনোপরি বস্ত্রাসনে বসিয়া জপ পূজাদি করিতে পারে।

* গ্রহণ পুরশ্চরণে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হইবে যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্র সিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং অমুকমন্ত্র জপরূপ পুরশ্চরণমহং করিষ্যে।

প্রাতঃকৃত্য।

রজনীর শেষে যখন অরুণোদয় হইবে তখন গাত্রোত্থান করিয়া এই সকল মন্ত্র পাঠ করিবে।

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহু কেতুঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

বিষ্ণুর ষোড়শ নাম।

ওঁ ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং॥ যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥ দুঃস্বপ্নেষু চ গোবিন্দং সংকটে মধুসূদনং। কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং॥ জল-মধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং। গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥ এতানি ষোড়শ নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। সর্ব্ব পাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

তৎপরে রাত্রি বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে গুরুর ধ্যান করিবে।

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়-করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববামস্থিতসুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং। (১)

---

(১) মস্তকোপরি, সহস্রদল পদ্মে আসীন আছেন, তাহার শ্বেত বর্ণ, দুই হস্ত, এক হস্তে বর, ও অপর হস্তে অভয়, গলদেশে শ্বেত মাল্য, শরীরে শ্বেত চন্দনের অনুলেপন, স্বীয় প্রভায় দীপ্তিমান, স্ববামস্থিত রক্ত বর্ণ শক্তির সহিত, বিদ্যমান আছেন।

পরে গুরুকে মানসোপচারে পূজা, ঐং মন্ত্র মনে মনে জপ, এবং প্রণাম করিয়া গুরুকে নমস্কারের মন্ত্র পাঠ করিয়া, পুনর্ব্বার নমস্কার করিবে।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (২)

পরে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবে, এবং উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায়, দীপ্তিমতী, তাঁহার দেহ প্রভায়, নিজ শরীর পরিব্যাপ্ত, এইরূপ চিন্তা করত, পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া মূল মন্ত্র (৩) জপ ও নমস্কার করিবে।

তৎপরে পাঠ করিবে, যথা—লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণোর্ভবদাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥ অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোহং নিত্য মুক্তস্বভাববান্॥ পরে (নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবৈ্য নমঃ) বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করত ভূমিতে অগ্রে বাম পদ ফেলিয়া, বহির্দ্দেশে গমন করিবে। তন্ত্রে লেখা আছে, যে প্রাতঃ কৃত্য না করিয়া, যদি কেহ দেবতার অর্চ্চনা করে তাহা হইলে সেই অর্চ্চনা, বিফল হয় অতএব প্রাতঃকৃত্যঃ অবশ্য কর্ত্তব্য॥

---

(২) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান, সেই গুরুকে নমস্কার করি। অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধ জনের চক্ষু, যিনি জ্ঞান রূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা, উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

(৩) ইষ্ট দেবতার মন্ত্র অর্থাৎ যে মন্ত্রে দীক্ষীত হওয়া যায়।

* সন্ধ্যা বিধান।

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা, বলিয়া তিনবার আচমন (১) করিবে। পরে ওঁ (২) গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। (৩) বলিয়া অঙ্কুশ (৪) মুদ্রা দ্বারা সূর্য্য মণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, মূল মন্ত্রে, ঐ জল হইতে তিনবার জলবিন্দু, ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, সাতবার মস্তকে দিবে। পরে ষড়ঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া, বাম হস্তে কিছু জল লইয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা, তাহা আচ্ছাদন করিয়া, হং যং বং লং রং মন্ত্র তিনবার (৫) জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ

---

* প্রাতঃসন্ধ্যা অতি প্রত্যূষে, অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্র থাকিতে করিবে।

(১) শক্তি ভিন্ন অন্য দেবতা বিষয়ে, মন্ত্র ব্যতিরেকে আচমন করিবে। এমন পরিমাণ জল লইবে যাহাতে একটী কলাই মগ্ন হয়। এইরূপ জল তিন বার পান করিবে।

(২) স্ত্রী, শূদ্র, ওঁ স্থানে, ঔং উচ্চারণ করিবে, এবং স্বাহা স্থলে, নমঃ বলিবে।

অ উ ম (নাদ) এবং (বিন্দুকলা) প্রণবের (ওঁ) এই পাঁচবর্ণ। অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, মকার শিব, নাদ (ঁ) প্রকৃতি এবং বিন্দু-কলা (˙) তুরীয়াতীত ব্রহ্ম।

(৩) হে গঙ্গে হে যমুনে ইত্যাদি তোমরা সকলে এই জলে অধিষ্ঠান কর।

(৪) অঙ্কুশ মুদ্রা—যে যে স্থলে মুদ্রা উল্লেখ আছে মুদ্রা প্রকরণ দেখিবে।

(৫) ঈশান, বায়ু, বরুণ, বহ্নি ও ইন্দ্র এই পাঁচ দেবগণের বীজ মন্ত্র।

করত, তত্ত্ব মুদ্রায় গলিত (৬) জল বিন্দু দ্বারা, সাতবার মস্তকে ছিটা দিয়া, অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে আনিয়া, তেজোরূপ ধ্যান করত, ঐ জল বাম নাসা দ্বারা, আকর্ষণ করিয়া, দেহস্থ পাপ সকল ধৌত পূর্ব্বক, সেই জলকে, পাপপুরুষ (৭) রূপ চিন্তা করিয়া, দক্ষিণ নাসা দ্বারা, রেচন (৮) করত. কল্পিত বজ্রশিলার উপর, (ফট্) মন্ত্রে পাপ-পুরুষরূপ সেই জল ফেলিয়া দিবে। তাহার পর হস্ত ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার আচমনপূর্ব্বক ওঁ ঘৃণী ইদমর্ঘং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ মন্ত্রে সূর্য্যকে জল দ্বারা অর্ঘ দিবে। পরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া, গায়ত্রী (৯) দ্বারা, দেবতার উদ্দেশে, তিনবার জল দান পুরঃসর দশবার গায়ত্রীর জপ করিয়া, গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। এই রূপ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার সন্ধ্যা করিবে। যদি কেহ অশক্ত হয়, সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবে, অর্থাৎ দেবতাকে ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্র জপ করিবে।

---

(৬) বাম হস্ত তলে যে জল লওয়া হইবে, ঐ জল হইতে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে দিয়া যে বিন্দু বিন্দু জল পতিত হয়।

(৭) আকার অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ নয়ন, খড়্গ চর্ম্ম ধারী ও ক্রোধন স্বভাব, ইহার অবস্থান অধোমুখে বাম কুক্ষিতে।

(৮) বাহির করিয়া ফেলা।

(৯) যাহা গান করিলে গায়কের উদ্ধার হয়। গায়ত্রী দশবার জপ করিলে মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে। পৃথক্ পৃথক দেবতার পৃথক পৃথক গায়ত্রী। তান্ত্রিক গায়ত্রীতে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার আছে।

গায়ত্রীর ধ্যান। প্রাতঃ সন্ধ্যায়। উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং, পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে। (১০) মধ্যাহ্নে। শ্যামবর্ণাংচতুর্ব্বাহুং, শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥ (১১) সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিং শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ (১২) এইরূপ তিন সন্ধ্যাতে পৃথক ২ ধ্যান করিবে। সন্ধ্যা না করিলে, দীক্ষা ফল লাভ হয় না। অতএব সন্ধ্যা অবশ্য করিবে। যথা সময়ে সন্ধ্যা না করিলে, সন্ধ্যা পতিত হয়, সন্ধ্যা পতিত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যা করিবে॥

কতিপয় দেবতার গায়ত্রী।

বিষ্ণু। ত্রৈলোক্য মোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণ। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

(১০) উদয় কালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ, পুস্তক ও জপ মালা ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন।

(১১) শ্যাম বর্ণা চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্য মণ্ডলের উপর বিরাজ করিতেছেন।

(১২) তিনি গায়ত্রী রূপা শ্বেতবর্ণা শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে বৃষের উপরি বিরাজ করিতেছেন তিনি বরদা, ত্রিনেত্রা এবং হস্তে বর, পাশ, শূল ও নরকপাল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

গোপাল। কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

রাম। দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

শিব। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

গণেশ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নোদন্তী প্রচোদয়াৎ।

সূর্য্য। আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

শক্তি। সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ।

দুর্গা। মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

জয়দুর্গা। নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নোগৌরী প্রচোদয়াৎ।

লক্ষ্মী। মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।

সরস্বতী। বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ।

কালী। কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥

তারা। তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

জগদ্ধাত্রী। দুর্গায়ৈ বিদ্মহে চিৎস্বরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

ভুবনেশ্বরী। নারয়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণা। ভগবত্যৈ বিদ্মহে মহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ।

গায়ত্রীর অর্থ—আমরা (যে দেবতার গায়ত্রী সেই দেবতা) তাঁহাকে অবগত হইবার জন্য তাঁহার—ধ্যান করি সেই দেবতা আমাদিগকে তাঁহাতেই বিনিযুক্ত করুন॥

স্নান প্রকরণ।

প্রথমে মল নিরাকরণ জন্য স্নান করিয়া নাভি প্রমাণ জলে অবস্থিতি করিয়া আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি। এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা, বলিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ। অদ্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে। তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া জল অমৃতীকরণ এবং কবচ মুদ্রায় অবগুণ্ঠন করিবে। পরে কট্ বলিয়া সংরক্ষণ পূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে সূর্য্যাভিমুখে বার অঞ্জলি জল ফেলিয়া ইষ্টদেবের চরণ নিঃসৃত জল মধ্যে তিন বার নিমগ্ন হইয়া দেবতার ধ্যান করত যথা শক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে কলস মুদ্রায়, তিন বার আপন মস্তকে অভিষেক করিবে। অভিষেক মন্ত্র যথা—মূলমন্ত্রের অন্তে, নমঃ বলিয়া, অমুক দেবতা মহমভিষিঞ্চামি। তৎপরে তর্পণ—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ, ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ, পিতৃংস্তর্পয়ামি নমঃ, গুরুং, পরমগুরুং, পরাপরগুরুং, পরমেষ্ঠিগুরুং, প্রত্যেকের পর তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া উল্লেখ করিবে। পরে ইষ্ট দেবের তর্পণ করিবে। যথা—মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অমুক দেবতাং কিম্বা দেবীং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তিন বার তর্পণ করিবে। পরে সূর্য্য অর্ঘ দিয়া গায়ত্রীর জপ ও ধ্যান করিবে,

তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলে, দেবতা রূপ ভাবনা করত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সংহার মুদ্রায়, নিজ হৃদয়ে দেবতাকে স্থাপন করত তীর্থ নমস্কার করিয়া গমন করিবে।

নিত্য সাধারণ পূজা বিধিঃ।

আচমন করিয়া পূর্ব্ব মুখে, কিম্বা উত্তর মুখে, আসনে উপবেশন করিবে, পরে আপনার বামেতে, ভূমির উপর, ত্রিকোণ মণ্ডল, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, ঐ মণ্ডলোপরি ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ বলিয়া, গন্ধ পুষ্প অথবা অক্ষত (১) দ্বারা, পূজা করিবে, ফট্ মন্ত্রে কোশা ধৌত করিয়া, মণ্ডলোপরি রাখিবে। নমঃ বলিয়া জল দ্বারা কোশা পূরণ করত, তদগ্রে আতপ তণ্ডুল, দুর্ব্বা ও গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্ঘ সাজাইয়া দিবে। পরে গঙ্গে চ যমুনে চৈব (২) ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ মন্ত্রে জলের উপর গন্ধ পুষ্প দিবে, এবং ধেনু মুদ্রা (৩) দেখাইয়া, ওঁ মন্ত্র ঐ জলের উপর দশ বার জপ করিবে। তৎপরে ফট্ মন্ত্রে কোশার জল দ্বারা দ্বারদেশে ছিটাইয়া দিবে, এবং ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। ইতি সামান্য অর্ঘস্থাপন ॥

তৎপরে দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে, জল ধারা দ্বারা, স্বদেহ বেষ্টন পূর্ব্বক, বাম পাষ্ণি (৪) দ্বারা, ভূমিতে তিনটী আঘাত করিয়া, ফট্ মন্ত্রে সাত বার তণ্ডুলোপরি জপ করত নারাচ মুদ্রায়, তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক, ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা, যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। এই মন্ত্র বলিয়া তণ্ডুল, পূজার স্থানে ছড়াইয়া দিবে। ইতি বিঘ্নোৎসারণ॥ (৫)

---

(১) আতপ চাউল। (২) সন্ধ্যা বিধিতে তীর্থ আবাহনের মন্ত্র দেখ। (৩) যে যে স্থলে মুদ্রার উল্লেখ আছে মুদ্রা প্রকরণ দেখ।

ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ বলিয়া আসন পূজা করিয়া আসন ধারণ পূর্ব্বক বলিবে—আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতল-চ্ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা-লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং॥ তৎপরে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরা-পরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, মধ্যে মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, এইরূপ বলিয়া নমস্কার করিবে। ইতি আসন শুদ্ধিঃ॥

একটী পুষ্প লইয়া দুই হস্তে ঘর্ষণ করিয়া ফট্ মন্ত্রে ভূমিতে নিক্ষেপ করত,মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা,বাম করতলে, ক্রমশ ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে তিনটী শব্দ করিয়া, তুড়ি দ্বারা দশদিগ(৬) বন্ধন করিবে। ইতি করশুদ্ধিঃ; তালত্রয় ও দিগবন্ধন॥

রং মন্ত্রে জলধারা দ্বারা, নিজ দেহ বেষ্টন করত, বহ্নি রূপ চিন্তা করিয়া,ভূত শুদ্ধি করিবে। যথা—উত্তান করতলদ্বয়, স্বীয় ক্রোড়দেশে রাখিয়া,সোহং মন্ত্রে জীবাত্মাকে, কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করত পরম শিবে সংযোজিত করিয়া,তাহাতে পৃথিব্যাদি ২৪ তত্ব(৭)বিলীন ভাবনা করিবে; পরে যং এই ধূম্রবর্ণ বায়ু বীজ, বাম নাসায় চিন্তা করত,(দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, দক্ষিণ নাসা ধারণ পূর্ব্বক) বাম হস্তে ১৬ বার, ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, বাম নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, উভয় নাসা (অঙ্গুষ্ঠে, কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক) ৬৪ বার জপ দ্বারা বায়ুরোধ করিয়া, পাপময় দেহ শুষ্ক করত, ঐ বীজ (কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা, বাম নাসাপুট বন্ধ করিয়া) ৩২ বার জপ করিতে

---

(৪) গোড়ালী। (৫) বিঘ্নদূরকরণ। (৬) উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অগ্নি নৈঋত বায়ু ঈশান ঊর্দ্ধ ও অধঃ। (৭) পৃথিবী, জল, তেজ,

করিতে, দক্ষিণ নাসায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। রং রক্তবর্ণ বহ্নি বীজ দক্ষিণ নাসাতে চিন্তা করত, (কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসা ধারণ পূর্ব্বক) বাম হস্তে ১৬ বার, ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, দক্ষিণ নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া উভয় নাসা ধারণ করত, ৬৪ বার জপ দ্বারা বায়ুরোধ পূর্ব্বক পাপময় দেহ দগ্ধ করত, ঐ বীজ (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া) ৩২ বার জপ করিতে করিতে, বাম নাসায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। ঠং শুক্লবর্ণ চন্দ্র বীজ বাম নাসায় চিন্তা করত, ১৬ বার ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, বাম নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, ললাটদেশে চন্দ্রকে লইয়া, উভয় নাসিকা ধারণ পূর্ব্বক, বং বরুণ বীজ ৬৪ বার জপ দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রের অমৃত বারিতে মাতৃকাময় সমস্ত দেহ রচনা করিয়া, লং পীতবর্ণ পৃথিবী বীজ ৩২ বার জপ দ্বারা, দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করত, দক্ষিণ নাসায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে।(৮) ইতি ভূত শুদ্ধি॥(৯)

পরে স্বীয় হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া, আং সোহং এই মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

মাতৃকান্যাস। (১০) অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো, মাতৃকাসরস্বতীদেবতা, হলোবীজানি স্বরাঃশক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে

বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহংকার।

(৮) অশক্তে ১৬ বার জপের স্থলে ৮ কিম্বা ৪, ৬৪ স্থলে ৩২ কিম্বা ১৬ এবং ৩২ স্থল ১৬ কিম্বা ৮ বার জপ করিবে। (৯) শরীর, আকার ও পৃথিব্যাদি ভূত সকল যে কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয়। সংক্ষেপ ভূত শুদ্ধি যথা—স্বীয় হৃদ্কমলে জীবাত্মাকে

নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

ইতি মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি ন্যাস।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাস।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাস। মাতৃকান্যাস সমাপ্ত।

প্রাণায়াম (১১)। ওঁ ১৬ বার জপ দ্বারা বাম নাসায়, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, ৬৪ বার জপ দ্বারা উভয় নাসা ধারণ পূর্ব্বক, কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা, দক্ষিণ নাসায় বায়ু ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার ১৬ বার জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ, ও ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা বাম নাসায়, বায়ু ত্যাগ করিবে,

---

এবং মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া সুষুম্না বর্ত্মে পরমাত্মার সহিত যোগ করিবে। (১০) এই মাতৃকার ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ, স্বরবর্ণ সকল শক্তি এবং বিনিয়োগ মাতৃকান্যাসে কীর্ত্তন করিবে। যে যে স্থলে অঙ্গুলী দ্বারা ন্যাস করিতে হইবে অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলী নিয়ম দেখ। ইহার পর অন্তর্মাতৃকা ও বাহ্যমাতৃকার ন্যাস করিতে হয়, নিত্য পূজাতে

এবং পুনর্ব্বার ১৬ বার জপ দ্বারা বাম নাসায় বায়ু পূরণ, ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসায়, বায়ু ত্যাগ করিবে। অশক্তে ৪ বার জপ দ্বারা পূরণ, ১৬ বার জপ দ্বারা কুম্ভক ও ৮ বার জপ দ্বারা রেচন করিবে। কিম্বা ১ বার জপ দ্বারা পূরণ, ৪ বাব জপ দ্বারা কুম্ভক ও ২ বার জপ দ্বারা রেচন করিবে। ইতি প্রণায়াম।

ঋষিন্যাস। মহাদেব হইতে যে ঋষি মন্ত্র শ্রবণ করত তপস্যা করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছেন তিনি সেই মন্ত্রের আদি গুরু, তাঁহাকে মস্তকে ন্যাস করিবে। মন্ত্র সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখাতে ইহার নাম ছন্দ। ছন্দ সকল অক্ষর ও পদঘটিত, এজন্য, মুখে তাহার ন্যাস করিবে। সমস্ত প্রাণীকে সকল কার্য্যে যিনি প্রেরণ করেন, তিনি দেবতা, এজন্য, হৃদয়ে তাঁহার ন্যাস করিবে! প্রত্যেক দেবতার প্রায় পৃথক পৃথক ঋষ্যাদি ন্যাস মন্ত্র(১২)আছে। কিরূপ ন্যাস করিতে

ইহার আবশ্যক নাই বলিয়া এখানে দেওয়া হইল না। (১১) যে প্রণালীতে ভূত শুদ্ধি করিতে হয় ঠিক সেইরূপ। প্রাণায়াম ব্যতি-রেকে মন্ত্র জপ ও পূজাদিতে অধিকার হয় না। জপের আদিতে ও পরে প্রাণায়াম করিবে। ইহার পর পীঠন্যাস ও পীঠশক্তির ন্যাস করিতে হয় কিন্তু নিত্য পূজাতে না করিলে কোন হানি নাই এ কারণ এখানে দেওয়া হইল না।

(১২) কতিপয় দেবতাব ঋষ্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ যথা—

দেবতার নাম।	ঋষি।	ছন্দ।	
ভুবনেশ্বরী	শিরষি শক্তয়ে	মুখে গায়ত্রী	হৃদি ভুবনেশ্বর্য্যৈ।
	ঋষয়ে নমঃ।	ছন্দসে নমঃ।	দেবতায়ৈ নমঃ।
অন্নপূর্ণা	ঐ ব্রহ্মণে ঐ ঐ।	ঐ পঙক্তি ঐ ঐ।	ঐ অন্নপূর্ণায়ৈ ঐঐ।

হইবে, একটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি; যথা—(দুর্গা মন্ত্রের) শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, হৃদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইতি ঋষ্যাদি ন্যাস।

অঙ্গন্যাস। ছয় অঙ্গে ন্যাস করিতে হয়। ছয় অঙ্গ যথা—হৃদয়, মস্তক, শিখা, দুই কবচ, দুই নেত্র, এবং করতল ও করপৃষ্ঠ। ন্যাস অঙ্গুলী দ্বারা করিতে হয় যে যে অঙ্গুলী যে যে স্থান স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিতে হয় তাহা বলিতেছি—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা শিরে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্থানে, সকল অঙ্গুলী দ্বারা কবচদ্বয়ে, তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। করতলে ন্যাস এইরূপ করিবে—তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় করপৃষ্ঠা দিয়া ঘুরাইয়া করতলে ধ্বনি করিবে। দেবতার নামের আদ্য অক্ষরে(১৩)দীর্ঘস্বরাদি (া,ী, ূ,ৈ,ৌ,ঃ,) যোগ করিয়া ক্রমশঃ হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্ কবচায় হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, (যেখানে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিতে হইবে নেত্রে ন্যাস করিবে না) ও অস্ত্রায় ফট্ এইরূপ বলিয়া তত্তৎ স্থানে অঙ্গুলী দিয়া ন্যাস করিবে। এস্থলে দুর্গার অঙ্গমন্ত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি যথা—দাং হৃদয়ায় নমং, দীং শিরসে স্বাহা, দূং শিখায়ৈ বষট্, দৈং কবচায়, হুঁ দৌ নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্, দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস। দক্ষিণ ও বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকাও কনিষ্ঠা এই দশ অঙ্গুলীতে ও বাম হস্তের করতল ও করপৃষ্ঠে ক্রমশঃ নমঃ

কালী	,, ভৈরব ,,	,, ।	,, উষ্ণিক্ ,, ,,	। দক্ষিণকালীকায়ৈ ,,
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল } ,,	নারদ ,,	,, ।	,, গায়ত্রী ,, ,,	। ,, শ্রীকৃষ্ণায় ,, ,,
তারা	,, অক্ষোভ্য	,, ।	,, বৃহতি ,, ,,	। ,, শ্রীমদেক জটায়ৈ
গণেশ	,, গণক ,,	,, ।	,, নিবৃ ,, ,,	। ,, গণেশায় ,, ,,

স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্ এই সকল মন্ত্র দেবতার অঙ্গমন্ত্রের (১৪) সহিত যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। দেবতার নামের আদ্য অক্ষরে দীর্ঘ স্বরাদি যোগ করিয়া সকল দেবতার ষড়ঙ্গন্যাসের ন্যায় করন্যাস ও করা যাইতে পারে। কিরূপ করন্যাস করিতে হইবে একটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি; যথা—দ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া তর্জ্জনী দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিবে দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, দূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, দৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্(এই চারি অঙ্গুলীতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ন্যাস করিবে) দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ (করতলে কিরূপ ন্যাস করিতে হয় অঙ্গন্যাসে দেখান হইয়াছে।) ইতি করন্যাস।

ব্যাপকন্যাস—মূলমন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর হস্তদ্বয় দ্বারা, মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ও চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত: তিনবার বায়ু বিতাড়িত ও আকর্ষণ করিবে। ইতি ব্যাপক ন্যাস।

দেবতার ধ্যান (১৫)।—একটী গন্ধপুষ্প লইয়া কুর্ম্মমুদ্রা ধারণ পূর্ব্বক, ঐ কুর্ম্মমুদ্রাযুক্ত হস্ত, হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, দেবতার ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া, নিজ মস্তকে, ঐ পুষ্প রাখিয়া, বক্ষস্থলে প্রার্থনা মুদ্রায়, দুই হস্ত স্থাপন পুর্ব্বক, মানসোপচারে পূজা করিবে।

---

(১৩) ব্রহ্মজামলে ইহার প্রমাণ আছে ইহা ভিন্ন প্রায় সকল দেবতার নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ মন্ত্র আছে।

(১৪) কতিপয় দেবতার অঙ্গ মন্ত্র এস্থলে দেওয়া হইল যথা—

কালী ও ভুবনেশ্বরী—হ্রাং হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ।

অন্নপূর্ণা—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ।

গোপাল, কৃষ্ণ—ক্লাং ক্লীঁ ক্লূং ক্লৈং ক্লৌঁ ক্লঃ।

তারা—ঐঁ হ্রীঁ ঔঁ ঐঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা।

গণেশ—গাং গীং গুং গৈং গৌং গঃ।

মানস পূজা। হৃৎপদ্মকে, আসন স্বরূপ প্রদান করিবে। সহস্রারচ্যুত (১৬) অমৃত দ্বারা, দেবতার পাদদ্বয়ে পাদ্য দিবে। মনকে অর্ঘ স্বরূপ নিবেদন করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা আচমনীয় ও স্নানীয় জল দিবে। গন্ধ স্বরূপে গন্ধ তত্ত্ব, চিত্তকে পুষ্প স্বরূপে, পঞ্চপ্রাণ ধূপ স্বরূপে, তেজস্তত্ত্ব দীপ, হৃদয়স্থ (১৭) অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্বকে চামর, মনের চঞ্চলতাকে নৃত্য স্বরূপে দিবে এবং কাম ক্রোধ বলিদান স্বরূপ প্রদান করিবে। তৎপরে মনে মনে জপ ও প্রনাম করিবে। ইতি ধ্যান ও মানস পূজা।

বিশেষার্ঘস্থাপন। স্বীয় বামে সামান্যার্ঘের জল দ্বারা, একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি ত্রিপদী রাখিয়া ফট্ মন্ত্রে অর্ঘপাত্র (১৮) ধৌত করত ত্রিপদীর উপর বসাইবে। পরে নমঃ বলিয়া অর্ঘপাত্রের অগ্রভাগে অর্ঘ সাজাইয়া রাখিবে এবং মূলমন্ত্র ও বিলোম (১৯) মাতৃকায় অর্ঘপাত্র জল দ্বারা পূরণ করিবে, পরে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া ত্রিপদীতে, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া অর্ঘপাত্রে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া জলে, গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ গঙ্গে চ যমুনে

---

(১৫) দেবতার ধ্যান দেখ। (১৬) মস্তকে যে সহস্রদলপদ্ম আছে তাহা হইতে যে অমৃত পড়িতেছে। (১৭) হৃদয়স্থিত অনাহত নামক পদ্ম। (১৮) শঙ্খই প্রশস্ত কিন্তু শিব, সূর্য্য ও মহিষমর্দ্দিনী পূজাতে শঙ্খ ব্যবহার করিবে না। তাম্র পাত্র ব্যবহার করিবে। (১৯) ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং। মাতৃকাবর্ণ। মনুষ্য শরীরে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিমূলে, লিঙ্গমূলে, মূলাধারে ও ভ্রূমধ্যে এই কয়েক স্থানে ছয়টী পদ্ম আছে। ঐ সমস্ত পদ্মেতে

চৈব্ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ অমুক দেবতা ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ বলিয়া অঙ্কুশ দ্বয়ে দেবতার আবাহন করিবে। হুঁ মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা অবগুণ্ঠন, বষট্ মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন, বৌষট্ মন্ত্রে অর্ঘপাত্রস্থ জল দর্শন এবং অঙ্গ মন্ত্র (২০) দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে মৎস্য মুদ্রায় অর্ঘপাত্র একবার আচ্ছাদন, দশবার মূলমন্ত্র জলের উপর জপ, বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন এবং ফট্ মন্ত্রে সংরক্ষণ করিবে। পরে অর্ঘজল হইতে কিছু জল কোশাতে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল মূলমন্ত্রে আপনার শরীরে ও পূজা দ্রব্য সকলে তিনবার ছিটা দিবে। ইতি বিশেষার্ঘ স্থাপন। (২১)

পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করত দেবতার মস্তকে করস্থিত পুষ্প প্রদান করিয়া আবাহন করিবে। ইতি ধ্যান।

মাতৃকাবর্ণ আছে। যথা—কণ্ঠস্থিত আজ্ঞাখ্য নামক ষোড়শদল পদ্মে অ, আ ইত্যাদি ১৬টী স্বরবর্ণ আছে। হৃদয়স্থিত অনাহত নামক দ্বাদশদল পদ্মে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত ১২টী বর্ণ, নাভিমূলে মনিপূর নামক দশদল পদ্মে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়দল পদ্মে ব হইতে ল পর্য্যন্ত, মূলাধারে আধার নামক চতুর্দ্দল পদ্মে ব হইতে স পর্য্যন্ত, এবং ভ্রূমধ্যে বিশুদ্ধ নামক দ্বিদল পদ্মে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ আছে। (২০) অঙ্গন্যাস মন্ত্র দেখ। পূজা এইরূপ করিতে হইবে যথা—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ (দেবতার অঙ্গ মন্ত্র প্রথমে উল্লেখ করিয়া শেষে) হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অর্ঘ্য জলের উপর নিক্ষেপ করিবে। (২১) ইহার পর পীঠ পূজা, পীঠদেবতার ও পীঠশক্তির ও গুরু পঙ্ক্তির পূজা করিতে হয়। এই সকল পূজা নিত্য পূজাতে না করিলে হানি নাই এবং বিশেষতঃ পীঠ পূজা ইত্যাদি সকল দেবতার এক প্রকার নয় এ জন্য এখানে দেওয়া হইল না।

আবাহন। (২২) ওঁ অমুক দেবতা ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহিইহ সন্নিরুদ্ধস্য অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ যাবত্ পূজাং করোম্যহং তাবত্ স্থিরা ভব। এই বলিয়া আবাহন করিয়া হুঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, দেবতার অঙ্গ মন্ত্রে দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ মুদ্রা প্রদর্শন, বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ, পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকৃত্য এবং ভূতিনী ও যোনি মুদ্রা দেখাইবে। ইতি আবাহন।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা। দেবতার হৃদয়ে হস্ত দিয়া লেলিহা মুদ্রায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। যথা আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুক দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। পুনর্ব্বার আমিত্যাদি (২৩) অমুক দেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। আমিত্যাদি অমুক দেবতায়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি। আমিত্যাদি অমুক দেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দেবতার পূজা।(২৪) এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, ইদ-

---

(২২) যে যে মুদ্রায় আবাহন করিতে হইবে মুদ্রা প্রকরণ দেখ। মুদ্রা অর্থ-মুদ-হর্ষ, রা-দান করে অর্থাৎ পূজার কালে ইহার অনুষ্ঠানে দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করে। আবাহনী মুদ্রা—অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঈশ্বরকে আবাহন করিয়া হর্ষিত হওয়া যায়। স্থাপন মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে আত্মাতে স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আহ্লাদিত হওয়া যায়। সন্নিধাপনি মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে সন্নিহিত করিয়া মনেতে প্রীতি জন্মায়। সন্নিরোধনী মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া আনন্দিত হওয়া যায়। যোড় হস্তে দেবতাকে বলিবে এই আসনে উপবেশন করুন এবং আমার পূজা গ্রহণ করুন।(২৩) আং হইতে সঃ পর্য্যন্ত বলিবে।

(২৪) ষোড়শোপচারে, দশোপচারে এবং পঞ্চোপচারে পূজা হইতে পারে। ষোড়শোপচার যথা—আসন, স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য,

মর্ঘং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা, ইদমাচমনীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বধাঃ, ইদং স্নানীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি, এষ গন্ধ, এতৎ পুষ্পং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ বৌষট্, এষ ধূপ, এষ দীপ, এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। ইতি গন্ধ পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা পূজা সমাপ্ত।

অর্ঘ, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নমস্কার। দশোপচার যথা—পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য। পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। নিত্য পূজাতে পঞ্চোপচার পূজাই ব্যবহার আছে। গন্ধ, ধূপ, দীপ ইহাদের পরে ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিবে। পুষ্পাভাবে অক্ষত কিম্বা দুর্ব্বা দ্বারা পূজা করিবে, কিন্তু বিষ্ণুকে অক্ষত দ্বারা ও দুর্গাকে দুর্ব্বা দ্বারা পূজা করিবে না। অক্ষত ও দুর্ব্বা অভাবে জল দ্বারা পূজা করিবে যথা—ওঁ ইদং অর্ঘার্থোদকং ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিবে। সকল পুষ্প সকল দেবতাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু তন্ত্রে ইহাও লেখা আছে যে সাধকের মনে যে পুষ্পে শ্রদ্ধা হয় সেই পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে পারে। পুষ্প ও পত্র অধোমুখ করিয়া দিবে না, যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ভাবে প্রদান করিবে। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলীতে এ নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে না। শিবকে বিল্বপত্র অধোমুখে দিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা পুষ্প দিবে। মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিন অঙ্গুলি অগ্রভাগ দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত গন্ধ দিবে। মধ্যমার ও অনামিকার মধ্য পর্ব্ব ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ধূপ ধারণ করিয়া তিন বার উত্তোলন করত গায়ত্রী ও মূলমন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিবে।

তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য দিবে। নিবেদনীয় সমস্ত দ্রব্য অর্ঘ্য জল দ্বারা নিবেদন করিবে। ধূপ দেওয়ার পূর্ব্বে ধূপ পাত্র ফট্ মন্ত্রে ধৌত

পরে দেবতার মস্তকে হৃদয়ে গুহ্যে পাদে এবং সর্ব্বাঙ্গে মূলমন্ত্রে জলের উপর পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে।(২৫)

দেবতার মূলমন্ত্র জপ। এক শত আট বার জপ করিয়া গণ্ডূষ প্রমাণ জল গ্রহণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবতাকে অর্পণ করিবে। জপ সমাপনের মন্ত্র—ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে।(২৬) (দেবী হইলে গোপ্তা স্থানে গোপ্ত্রী বলিবে।) ইতি জপ সমাপন।

করিয়া নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। এবং ফট্ মন্ত্রে ঘণ্টার পূজা করিয়া ঘণ্টা বাদন করিবে তৎপরে ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা ঘণ্টার পূজা করত বাদ্য করিয়া ধূপ এবং দীপ দিবে।—নৈবেদ্য নিবেদন করিবার পূর্ব্বে ফট্ মন্ত্রে নৈবেদ্যতে জল ছিটাইয়া একটী গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ বলিয়া চক্র মুদ্রায় নৈবেদ্য রক্ষা করত নৈবেদ্যের উপর মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিয়া ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। ধূপ—শর্করা ঘৃত, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরু ও চন্দন ইহাকে ষড়ঙ্গ ধূপ কহে। ষোড়শাঙ্গ ধূপ—গুগ্‌গুল, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, চন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধুনা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, ও শৈলজ।

(২৫) পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে পীঠ শক্তির, অষ্টমাতৃকা, বজ্রাদি অস্ত্র সকলের, ইন্দ্রাদি লোকপাল ইত্যাদির। ইহা নিত্য পূজাতে না করিলে চলিতে পারে এ জন্য এখানে দেওয়া হইল না।

(২৬) হে দেব তুমি গুহ্য, অতি গুহ্য ও রক্ষা কর্ত্তা, তুমি আমার কৃত জপ গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হউক।

পরে স্তব পাঠ করিবে তৎপরে প্রণাম (২৭) করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আত্ম সমর্পণ করিবে—ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীঅমুক দেবতা চরণে সমর্পয়েৎ। ইতি আত্মসমর্পণ ॥

এইরূপ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে যথা—প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে পরে অমুক দেবতা যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে সংহার মুদ্রায় পুষ্পের সহিত দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়ে আনয়ন করিবে। ইতি বিসর্জ্জন।

তৎপরে ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য শেষ দিয়া শক্তি দেবীর পূজাতে ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ, ঐরূপ শিব পূজাতে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, বিষ্ণুর, ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ, গণেশের, ওঁ

---

(২৭) প্রণাম দুই প্রকার—অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ। অষ্টাঙ্গ প্রণাম—পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন দ্বারা দেবতাকে প্রণাম করা। পঞ্চাঙ্গ প্রণাম—হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষুঃ দ্বারা যে প্রণাম করা। শক্তি দেবতার প্রণাম ত্রিকোণাকারে যথা—দেবতার দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পরে ঈশান কোণে গমন করিবে তৎপরে পুনর্ব্বার বায়ু কোণ দিয়া দক্ষিণ দিকে আসিবে। শিবকে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে প্রণাম করিবে যথা—অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ এবং পুনশ্চ অগ্নিকোণে আসিলে একবার হইল এইরূপ তিন বার করিতে হইবে। অন্য দেবতা পক্ষে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নম্রশিরে দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইয়া তিন বার দেবতাকে বেষ্টন করিয়া প্রণাম করিবে। দিক নির্ণয়—দেবতা

উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ, কালীর, ওঁ উচ্ছিষ্টচণ্ডালিন্যৈ নমঃ, বলিয়া পূজা করিবে। পরে পাদোদক পান করিয়া পূজাবশিষ্ট অর্ঘ পাত্রস্থ জল এবং চন্দনাদি গাত্রে লেপন করিবে। ইতি পূজা(২৮) প্রকরণ সমাপ্ত।

যে প্রণালীতে নিত্য পূজা করিতে হইবে তাহা দেখান হইল সাধক দৃষ্টি করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

দেবতার বীজ মন্ত্র।

ভুবনেশ্বরীমন্ত্রাঃ। হ্রীং॥ ১ ॥ ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ॥ ২ ॥ ঐং হ্রীং ঐং ॥ ৩ ॥ আং হ্রীং ক্রোং ॥ ৪ ॥ অন্নপূর্ণামন্ত্রাঃ। হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ২ ॥ দুর্গামন্ত্রাঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্রঃ। মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৩ ॥ স্ত্রীঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৪ ॥ জয়দুর্গামন্ত্রঃ। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ॥ ১ ॥ সরস্বতীমন্ত্রঃ। বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা ॥ ১ ॥ লক্ষ্মীমন্ত্রঃ। শ্রীঁ ॥১॥ ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং ॥২॥ গণেশমন্ত্রাঃ। গং ॥১॥ সূর্য্যমন্ত্রঃ। ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য ॥ ১ ॥ হ্রীং সঃ ॥ ২ ॥ হংসঃ ॥ ৩ ॥ বিষ্ণুমন্ত্রঃ। ওঁ নমোঃ

এবং সাধকের মধ্যস্থান পূর্ব্ব, দেবতার দক্ষিণে দক্ষিণ, তাঁহার বামে উত্তর ও পৃষ্টদেশ পশ্চিম এইরূপ দিক নির্ণয় করিয়া পূজা করিবে। দেবতার প্রণামের মন্ত্র দেখ। (২৮) দেবতার পূজা শালগ্রামে, লিঙ্গে, পুস্তকে, পটে, যন্ত্রে, এবং জলে করিবে। যন্ত্রাভাবে জবা, অপরাজিতা করবী ও দ্রোণ এই কয়েক পুষ্পযন্ত্রে শক্তি দেবতার পূজা করা যায়। যন্ত্র মন্ত্রময় এবং মন্ত্র দেবতাময়। যন্ত্রে পূজা করিলে কামক্রোধাদি সম্ভূত সর্ব্ব দোষ নিয়ন্ত্রিত হইয়া দেবতা প্রসন্ন হন এই কারণ ইহার নাম যন্ত্র হইয়াছে।

নারায়ণায় ॥ ১ ॥ শ্রীরামমন্ত্রাঃ। রাং রামায় নমঃ ॥ ১ ॥ ক্লীং রামায়-নমঃ ॥ ২ ॥ হ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ঐং রামায়নমঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ রামায় নমঃ ॥ ৬ ॥ রাম ॥ ৭ ॥ ওঁ রাম ॥ ৮ ॥ হ্রীং রাম ॥ ৯ ॥ শ্রীং রাম ॥ ১০ ॥ ক্লীং রাম ॥ ১১ ॥ ঐং রাম ॥ ১২ ॥ রাং রাম ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রঃ। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥১॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥৩॥ ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ক্লীং ॥ ৫ ॥ ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ ॥ ৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ বালগোপাল মন্ত্রাঃ। কৃঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ ॥ ২ ॥ ক্লীং কৃষ্ণ ॥ ৩ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। ৬। ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ৭ ॥ গোপালায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১০ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১১ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং ॥ ১২ ॥ দধিভক্ষণায় স্বাহা ॥ ১৩ ॥ সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ ॥ ১৪ ॥ ক্লীং গ্লৌং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ ॥ ১৫ ॥ বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ১৭ ॥ বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৮ ॥ বাসুদেবমন্ত্রাঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসু-দেবায় ॥ ১ ॥ শিবমন্ত্রাঃ ॥—হৌং ॥ ১ ॥ হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং ॥২॥ ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ শ্যামামন্ত্রাঃ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥১॥ ক্রীং ॥ ২ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং ॥৩॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৪ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৫ ॥ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৬ ॥ ক্রীং ক্রীং হুং ॥ ৭ ॥ ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা ॥ ৮ ॥ ক্রীং হুং হ্রীং ॥ ৯ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা ॥ ১০ ॥

তারামন্ত্রঃ। হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্‌॥ ১॥ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্‌ স্বাহা॥ ২॥ শ্রীঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্‌॥ ৩॥ ঐং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্‌॥ ৪॥ হ্রীং স্ত্রীং শ্রীঁ হুং ফট্‌॥ ৫॥ জগদ্ধাত্রীদুর্গামন্ত্রাঃ॥ দুং॥ ১॥ হুং দুং স্বাহা॥ ২॥ হ্রীং দুং ফট্‌॥ ৩॥ স্ত্রীং দুং স্বাহা॥ ৪॥ শ্রীং দুং ফট্‌॥ ৫॥ ঐং দুং ফট্‌॥ ৬॥ ওঁ দুং ফট্‌॥ ৭॥ ক্লীং দুং ফট্‌॥ ৮॥

দেবতার ধ্যান।

ভুবনেশ্বরী। উদ্যদ্দিনকরদ্যুতি মিন্দুকিরীটাং, তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়-সংযুক্তাং। স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীং।

উদয় কালীন সূর্য্য তুল্য দেহপ্রভা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে মুকুট, স্তন অতিশয় উচ্চ, ত্রিনয়ন, হাস্যবদন, এবং চারি করে বর, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা আছে॥

অন্নপূর্ণা। রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণাং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং॥

রক্তবর্ণ, নানাবর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র পরিধানা, মস্তকে নবচন্দ্র শোভিতা, অন্নদানে নিযুক্তা, স্তনভারে নতা, চন্দ্রখণ্ড দ্বারা বিভূষিতা, হাস্যমুখী, দর্শনমাত্রেই ভগবতীকে জগতের দুঃখ বিনাশিনী বলিয়া বোধ হয়॥

দুর্গা। সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ। শঙ্খং চক্র ধনুঃ শরাংশ্চ দধতি নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণরণৎকাঞ্চীক্বণন্নূপুরা। দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎ-কুণ্ডলা॥

সিংহের উপর আরূঢ়া, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মরকতমণি-সদৃশ শরীরের লাবণ্য, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ত্রিনয়নে শোভিতা, মুক্তাহার, বালা, কঙ্কন, কাঞ্চীগুণ ও নূপুর ইত্যাদি

দ্বারা বিভূষিতা, দুর্গা দেবী সকলের দুর্গতি হরণ করেন, ইঁহার কর্ণ রত্ন কুণ্ডলে শোভমানা ॥

মহিষমর্দ্দিনী। গারুড়োৎপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাং। নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীং। শঙ্খচক্রকৃপাণ-খেটকবাণকার্ম্মুকশূলকান্। তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাং ॥

হরিদ্বর্ণ পদ্ম তুল্য শরীরের লাবণ্য, মণিময় কুণ্ডলে বিভূষিতা, ত্রিনয়নী, মহিষ মস্তকোপরি অবস্থিতা, দেবী অষ্ট হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, ঢাল, বান, ধনু, শূল ও তর্জ্জনী মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং কপালে অর্দ্ধ চন্দ্র বিরাজমান। ॥

বাগীশ্বরী। তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধৈঃ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥

নবীন চন্দ্রকলা কপালে শোভিতা, শুক্লবর্ণা, কুচভরে দেহ নম্র, শ্বেতকমলে আসীনা, করকমলে লেখনী ও পুস্তক আছে, এই দেবী সর্ব্বপ্রকার সম্পদ প্রদান করেন।

জয়দুর্গা। কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈ রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥

নীলমেঘ সদৃশ দেহের আভা, কটাক্ষ দ্বারা শত্রুকুলের ভয়োৎপাদন করেন, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারিণী, ত্রিনয়নী এবং সিংহ স্কন্ধে আরূঢ়া, সমস্ত ত্রিভুবন দেবীর তেজে পরিপূর্ণ আছে। সিদ্ধি অভিলাষী ব্যক্তি দেবগণে পরিবৃতা জয়দুর্গাকে এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে ॥

জগদ্ধাত্রীদুর্গা। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশী-তনুং। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীং ত্রিবলীবলয়োপেতাং নাভিনালমৃণালিনীং। রত্নদ্বীপমহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং॥

সিংহ স্কন্ধে উপবিষ্টা, নানালঙ্কারে বিভূষিতা মহাদেবীর চারি হস্ত, সর্পের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, পরিধান রক্তবসন, উদয় কালীন সূর্য্যের ন্যায় দেহ কান্তি। নারদাদি মুনিগণে ভবগেহিনীকে সেবা করিতেছেন। ইঁহার ত্রিবলী-বলয়া নাভিপদ্মের মৃণালরূপে শোভান্বিত হইয়াছে। রত্নদ্বীপ মহাদ্বীপে সিংহাসন সংযুক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি আসীনা॥

কালী। শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাং। মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুক্তাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

শবোপরি আরোহণ করিয়া আছেন, অতিশয় ভয়ানকাকৃতি, দন্ত অতি ভয়ঙ্কর, বরদানে নিযুক্তা, হাস্যমুখী ও ত্রিনয়নী, কেশ আলুলায়িত ও দোলায়মান জিহ্বা, পুনঃ পুনঃ রক্তপান করেন, দেবী চারি হস্তে নরমুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয় ধারণ করিয়াছেন।

তারা। প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদ্ঘোরাট্টহাসা পরা। খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভুজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা। খর্ব্বা নীলবিশালপিঙ্গল-জটাজুটৈকনাগৈর্যুতা। জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যু-গ্রতারা স্বয়ং॥

দেবী বাম পাদ বিস্তৃত করিয়া দক্ষিণ পাদ সঙ্কুচিত করিয়া শবরূপী মহাদেবের উপর অবস্থিতা, অতিশয় ভয়ানক উচ্চরবে হাস্য করিতেছেন, চারিহস্তে খড়্গ নীলপদ্ম, হৎস্তীগুণাগ্র, ও

মাথার খুলি আছে ইনি হুঙ্কার বীজোৎপন্না খর্ব্বাকৃতি ও নীলবর্ণা। ইঁহার মস্তক বৃহৎ একজটা ও একসর্পযুক্তা। উগ্রতারা ত্রিজগতের মোহ নাশ করেন॥

। গণেশ। সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামং। বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং॥

সিন্দূর তুল্য শরীরের আভা, তিনটীনয়ন, স্থূলোদর, চারিহস্তে দন্ত, পাশ, অঙ্কুশ ও ইষ্টা আছে, বালচন্দ্র দ্বারা কপাল আলোকিত আছে, গজানন, মদবারি দ্বারা গণ্ডস্থল সিক্ত, সর্ব্বাঙ্গ সর্পে বিভূষিত এবং রক্তবস্ত্র পরিধান॥

বিষ্ণু। ওঁ উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ং। কোটিরাঙ্গদহার-কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎশ্রীবৎস-চিহ্নং ভজে॥

উদয়কালীন কোটী সূর্য্যসদৃশ শরীরের আভা, শঙ্খ, গদা, পদ্ম, ও চক্র ধারণ করিয়াছেন, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বসুমতী দ্বারা সুশোভিত। কেয়ূর হার ও কুণ্ডলাদি ধারণ করিয়াছেন, পরিধান পীত বস্ত্র, কৌস্তুভমণি দ্বারা উজ্জ্বল এবং বক্ষস্থল শ্রীবৎস চিহ্নে শোভমান॥

রাম। কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসীনং মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধা-কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥

কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তুল্য শরীরের লাবণ্য, অতিশয় কোমলাঙ্গ এবং

বীরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন এক হস্তে জ্ঞান মুদ্রা অপর হস্ত জানুর উপর আছে, পার্শ্বে পদ্মহস্তা বিদ্যুৎ সদৃশ বর্ণা সীতা বিরাজ করিতেছেন, রামচন্দ্র সীতাকে দেখিতেছেন, তাঁহার মুকুট, ও কেয়ুরাদি নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ।।

কৃষ্ণ। কলায়কুসুমশ্যামং বৃন্দাবনগতং হরিং। গোপগোপীগবাবীতং পীতবস্ত্রযুগান্বিতং। নানালঙ্কারসুভগং কৌস্তুভোদ্ভাষিবক্ষসং। সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা। শঙ্খচক্রলসদ্বাহুং বেণুহস্তদ্বয়েরিতং ।।

কলায় পুষ্পসদৃশ শ্যামবর্ণ, গোপ গোপী এবং গোবৎসাদিগণে বেষ্টিত হইয়া পীত বসন যুগল পরিধান করিয়া শ্রীহরি বৃন্দাবনে বিরাজ কবিতেছেন বিবিধ ভুষণে বিভূষিত এবং কৌস্তুভমণি দ্বারা বক্ষস্থল উজ্জ্বল, সনকাদি প্রধান প্রধান ঋষিগণ প্রফুল্ল মনে স্তব করিতেছেন, তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র ও বেণু আছে।

গোপাল। অব্যাদ্ব্যাকোশনীলাম্বুজরুচিবরুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো বালোজঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিনীকো মুকুন্দঃ। দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো গোগোপীগোপবীতোরুরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ।

প্রস্ফুটিত নীলকমল তুল্য শরীরের লাবণ্য, রক্তকমল সদৃশ চক্ষু ও পদ্মোপরি অবস্থিত, চরণে ও কটিতে কিঙ্কিণী, হস্তে নবনী ও পায়স ধারণ করিয়াছেন, জগদারাধ্য গোপাল গো, গোপ ও গোপীগণে বেষ্টিত, কণ্ঠদেশ বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ।।

মুদ্রা প্রকরণ।

অঙ্কুশ মুদ্রা—মধ্যমাঙ্গুলী সরলভাবে প্রসারিত করিয়া কিছু সঙ্কোচিত করত তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্বে সংযোজিত করিবে।

তত্ত্ব—দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সহিত অঙ্গুষ্ঠের যোগ করিবে।

ধেনু—উভয় হস্তের করতল সম্মুখ করত অঙ্গুলী সকলকে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত দক্ষিণ হস্তের অনামিকা, কনিষ্ঠা, তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগের সহিত যোগ করিবে।

সংহার—বাম হস্তের পৃষ্ঠে দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠ রাখিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলী সকল পরস্পর গ্রথিত করত হস্ত পরিবর্ত্তন করিবে।

অবগুণ্ঠন—বাম হস্তে মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক তর্জ্জনীকে দীর্ঘভাবে প্রসারিত করিয়া অধোমুখে আমিত করিবে।

কূর্ম্ম—বাম করতলের উপর দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর যোগ করিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনীর সহিত দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ উন্নত ভাবে রাখিবে পরে দুই হস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলী সকল করতল দ্বয়ের মধ্যে দিয়া দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিবে।

গালিনী—দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠেতে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠেতে যোগ করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সরলভাবে মিলিত করিবে।

মৎস্য—দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে বাম করতল রাখিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ পরিচালিত করিবে।

আবাহনী—উভয় হস্তে অঞ্জলি যোজনা করিয়া উভয় হস্তের অনামিকার মূল পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিবে।

স্থাপনী—উক্ত আবাহনী মুদ্রাকৃত হস্ত অধোমুখ করিবে।

সন্নিধাপনী—দুই হস্ত মুষ্টি বদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিবে।

সন্নিরোধিনী—অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রাখিয়া অধোমুখে মুষ্টিবন্ধন করিবে।

ষড়ঙ্গ মুদ্রা—অর্থাৎ দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস, উহার অঙ্গুলি-

নিয়ম অঙ্গন্যাসে দেখান হইয়াছে। ইহাকে সকলীকরণ মুদ্রাও কহে।

যোনি—মধ্যমাদ্বয় কুটিলাকৃতি করিয়া তর্জ্জনীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করিয়া সমুদয় অঙ্গুলী একত্র সংযুক্ত করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা অঙ্গুলী সকলকে পাড়িত করিবে।

ভূতিনী—যোনি মুদ্রা বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় কুটিল করিয়া ঐ মধ্যমাদ্বয়ের উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিবে।

লেলীহা—তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করতঃ কনিষ্ঠাকে সরল ভাবে রাখিবে।

চক্র—হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিবে।

শিব পূজা বিধিঃ।(১)

ওঁ হরায় নমঃ বলিয়া মৃত্তিকা(২) লইবে। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ বলিয়া শিব গঠন করিয়া তদুপরি একটী বজ্র দিবে। ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতি-

---

(১) শিব পূজা নিত্য অবশ্য কর্ত্তব্য। শাক্তই হউন বা বৈষ্ণবই হউন শিব পূজা অবশ্য করিবেন। যে ব্রাহ্মণ না করেন তিনি চণ্ডাল সদৃশ হন। ও শূদ্রে না করিলে শূকরত্ব প্রাপ্ত হয়। যে গৃহে প্রত্যহ শিব পূজা না হয় সেই গৃহের অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্র তুল্য এবং স্ত্রীগণ বেশ্যা তুল্য পাপীয়সী।

(২) মৃত্তিকা এক তোলার নূ্যন না হয় এবং তিন ভাগ সমান করিয়া লইবে যথা—লিঙ্গ, গৌরীপীঠ ও বেদি। মৃত্তিকাতে কেশ কঙ্করাদি কিছু থাকিবে না।

ছিত্ত ভব বলিয়া বিল্বপত্রের উপর বসাইয়া লিঙ্গে দুর্বা আতপ চাউল ও গন্ধ পুষ্প দিবে। পরে নিত্য পূজা পদ্ধতি ক্রমে সামান্যার্ঘ স্থাপন হইতে আসন শুদ্ধি পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য, মহাদেব এবং দুর্গা এই পঞ্চ দেবতার পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিবে। পরে করশুদ্ধি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত ঠিক লিখিত প্রণালী অনুসারে করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে যথা—শিরসে ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্ক্তি-ছন্দসে নমঃ, হৃদি ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ। পরে করন্যাস করিবে যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা মং মধ্যমাভ্যাং বষট্ শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ যং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা মং শিখায়ৈ বষট্ শিং কবচায় হুঁ বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ যং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এই প্রকার ষড়ঙ্গে ন্যাস করিবে। পরে ধ্যান করিবে যথা—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।(৩) ধ্যানান্তে মানস পূজা তৎপরে বিশেষার্ঘ স্থাপন এবং পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। পরে ওঁ পশু-

---

(৩) রজত পর্ব্বতের ন্যায় দেহবর্ণ, কপালে অর্দ্ধ চন্দ্র, এবং রত্ন রাশির ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহ। হস্তেতে কুঠার, মৃগ, বর মুদ্রা ও অভয় মুদ্রা আছে, প্রসন্ন বদন, পদ্মোপরি উপবিষ্ট, এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, চতুর্দ্দিকে দেবগণ স্তব করিতেছেন, ইনি জগতের আদি ও জগৎ কারণ এবং সমস্ত ভয় হরণ করেন। এই দেবতার পঞ্চবদন ও প্রতিবদনে তিনটি করিয়া চক্ষু আছে।

পতয়ে নমঃ বলিয়া স্নান করাইয়া বস্ত্রটী নামাইয়া রাখিবে এবং পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দানান্তে গন্ধ পুষ্প দ্বারা অষ্ট মূর্ত্তির পূজা (৪) করিবে যথা—ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ। পরে নমঃ শিবায় মন্ত্রে যথা শক্তি জপ করিয়া দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। পরে স্তব পাঠ, প্রণাম এবং বম্ বম্ শব্দে মুখ বাদ্য করিয়া বিশেষার্ঘের অবশিষ্ট জল ওঁ ইতপূর্ব্বং (৫) ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া মহাদেবকে অর্পণ করিবে। তৎপরে ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং। বিসর্জ্জনং ন জানামি তৎ ক্ষমস্ব মহেশ্বর। এই বলিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়ে আনয়ন করত বিসর্জ্জন করিবে। পরে ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য শেষ দিয়া ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

ব্রহ্ম স্তব।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ২

---

(৪) দেবতার বাম দিক হইতে পূজা করিবে। পূর্ব্ব হইতে উত্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বাদি রুদ্র মূর্ত্তির পূজা করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে হস্ত ঘুরাইয়া লইয়া বায়ু কোণে যাইবে এবং বায়ু কোণ হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত যথা ক্রমে উগ্রাদির পূজা করিবে।

(৫) নিত্য পূজার আত্ম সমর্পণ মন্ত্র দেখ।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥৩
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্তত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫॥

কালী স্তব।

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
তত্ত্বো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥ ১
মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥ ২
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥ ৩
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥ ৪
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ॥ ৫
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥ ৬
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধ্বংসে নানাবিধাস্তনুঃ॥ ৭
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী॥ ৮
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥ ৯॥

অথ শিবাষ্টকং।

প্রভুমীশ মনীশ মশেষগুণং
গুণহীন মহীশগণাভরণং।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যকুলং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং॥ ১
গিরিরাজসুতান্বিত-বামতনুং
তনুনিন্দিত রাজিত ভূমিধরং॥
পরমুৎকট পাপ বিনাশ করং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ২
শশলাঞ্ছন রঞ্জিত সন্মুকুটং
কটিসংভৃত সুন্দর কৃত্তিপটং।
সুরশৈবলিনী কৃত পিঙ্গজটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৩
বৃষরাজ নিকেতন মাদিগুরুং
গরলাশন পাংশু বিলেপকরং।
বরদাভয় শূল পিণাকধরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৪
নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং
মুখপঙ্ক বিনির্গত কোটিবিধুং।
বিধিমুখ্য সুরার্চ্চিত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৫
মকরধ্বজ মত্তমতঙ্গ হবং
করিচর্ম্ম বিলাস বিশেষকরং।
স্ফুরদদ্ভুত কীকশ মাল্যধরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৬

প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং
মুনিযুগ্ম মনোম্বুজ ষট্পদকং।
ভজতোঽখিল দুঃখ ভয়াপহরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥ ৭
জগদুদ্ভব পালন নাশকরং
করুণেশ গুণত্রয় রূপধরং।
প্রিয়মাধব সাধুজনৈক গতিং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥ ৮
স্তবরাজমিমং পঠ বিশ্বপতে
র্ভবমোচন হেতু মলং মধুরং।
মনসান্বয় বোধ প্লবংগবকং
যদিচেচ্ছসি জন্ম নিজং সফল ॥ ৯ ॥
ইতি ব্যাসবিরচিতং শিবাষ্টকং সমাপ্ত।

প্রণাম মন্ত্র।

মহাদেব। ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে। নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ। নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাম্পতয়ে নমঃ। ওঁ বানেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায় কর্পূরকুন্দধবলেন্দু জটাধরায়। দরিদ্র দুঃখনশনায় নমোনমস্তে। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্ব গতিঃ পরমেশ্বর ॥

রাম। ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

শ. ক. দেবতা। সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

গণেশ। ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননং। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহং ॥

সূর্য্য। ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥

বিষ্ণু, কৃষ্ণ, গোপাল। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

গঙ্গা। ওঁ সদ্যঃপাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ ॥

সমাপ্ত।